চমক ভরা ধনতেরস
২১ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর
শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-13 ■ 19 October, 2024 ■ আগরতলা ১৯ অক্টোবর, ২০২৪ ইং ■ ২ কার্ত্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

Sister Spices
নিশ্চিন্তের প্রতীক
রন্ধনেই বন্ধন
সিষ্টার

নিহতের বাড়িতে বিরোধী দলনেতা, আর্থিক সাহায্যের দাবি

বাদল ত্রিপুরা হত্যাকান্ডে পাঁচ আরক্ষা কর্মীকে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর ।। ত্রিপুরায় বিজেপি জোট সরকার দূর্গাপূজায় বাদল ত্রিপুরার পরিবারকে শ্রেষ্ঠ উপহার দিয়েছে। পুলিশের অত্যাচারে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অতিসত্বর রাজ্য সরকারের তরফ থেকে নিহতের পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হোক। আজ নিহত বাদল ত্রিপুরার বাড়িতে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই দাবি জানালেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিন তিনি মনুবাজারস্থিত কালাঢেপায় বাদল ত্রিপুরার পরিবার পরিজনদের সাথে কথা বলেন এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ত্রিপুরায় বিজেপি জোট সরকার দূর্গাপূজায় ত্রিপুরাবাসীকে শ্রেষ্ঠ উপহার দিয়েছেন। দূর্গাপূজায় রাজ্যে সন্ত্রাসের বাতাবরণ কায়েম ছিল। গত ১৩ অক্টোবর মনুবাজারস্থিত কালাঢেপায় বাদল ত্রিপুরাকে চুরির অভিযোগে পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁকে সারারাত থানায় দৈহিক নির্যাতন করা হয়েছিল। তাতে সে গুরুতর আহত হয়েছিল। পরিবর্তী সময়ে চিকিতাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এদিন তিনি আরো বলেন, কারোর উপর এইভাবে দৈহিক নির্যাতন করার অধিকার দেশে আইন নেই। তাছাড়া, নিহতের পরিবারকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য পরিনিয়ত চাপ দেওয়া হচ্ছে। তাতে বিজেপি সরকারের আরেকবার সুশাসনের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। বাদল ত্রিপুরার মৃত্যুতে পরিবার অসহায় হয়ে পড়েছে। অতিসত্বর নিহতের পরিবারের হাতে আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া হোক। পাশাপাশি তিনি রাজ্যে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

এদিকে, পুলিশ লকআপে নির্মমভাবে অত্যাচারিত বাদল ত্রিপুরার হত্যাকান্ডে পাঁচ আরক্ষা কর্মীকে সাব্রুম মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়েছে। আদালত তাঁদেরকে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডের নির্দেশ দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, কালাডেপার বিপিনচন্দ্র পাড়ার বাসিন্দা আশাকুমার ত্রিপুরার ছেলে বাদল ত্রিপুরা (৩৮) ও চিরঞ্জিৎ ত্রিপুরাকে গত রবিবার রাবার চুরির অপবাদে পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়েছিল। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, রাতে আটক দুইজনকে বেধড়ক মারধর করে। তাতে বাদল ত্রিপুরার আঘাত গুরুতর ছিল। সোমবার তাদেরকে জামিন নিতে থানা থেকে মনিন্দ্র ত্রিপুরা নামে এক ব্যক্তিকে আধার কার্ড নিয়ে থানায় আসতে ফোন করা হয়েছিল। সেই মোতাবেক মনিন্দ্র ত্রিপুরা এবং যুবরাজ ত্রিপুরা মনু বাজার থানা গিয়ে দেখতে পায় বাদল ত্রিপুরার সারা শরীরে বিভিন্ন আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাঁর সাথে পরিবারের সদস্যরা কথা বলে জানা যায় রবিবার রাতে মনুবাজার থানার পুলিশ বেধড়ক মারধর করে তাঁকে। এতে বাদল ত্রিপুরার দুটি চোখ মারাত্মক ভাবে জখম হয়।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিহত ব্যবসায়ীর বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর ।। রাজধানীর মেলারমাঠে নিজ দোকানে ছুরিকাঘাতে নিহত ব্যবসায়ী হরিশংকর সাহার বাড়িতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। প্রয়াতের বাড়িতে গিয়ে তিনি তাঁর সহধর্মিনী এবং ছেলের সঙ্গে কথা বলে গভীর শোক ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি তাঁদের আশ্বস্ত করেন যে রাজ্য সরকার সর্বতোভাবে এই পরিবারের পাশে রয়েছেন।

এদিকে বাম বিধায়কদের এক প্রতিনিধি দল এদিন প্রয়াত ব্যবসায়ীর বাড়িতে গেছেন। এদিনের প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুদীপ সরকার, নয়ন সরকার, রামু দাস। এদিন তাঁরা পরিবার পরিজন দের সাথে কথা বলে এবং শোক সমবেদনা জানায়। পাশাপাশি, অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানায়।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাম বিধায়করা অভিযোগ করেন, গত ছয়বছরে রাজ্যে অপশাসন চলছে। রাজ্যবাসী নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। মেলারমাঠের মতো জায়গায় এক ব্যবসায়ীকে দোকানে ঢুকে প্রকাশ্যে খুন করা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের সামনে ওই অভিযুক্ত ব্যবসায়ী হরি শঙ্কর সাহাকে খুন করেছেন। কিন্তু পুলিশ নিজেদের ভূমিকা পালন করে নি। কারণ, শাসক দল পুলিশের মেরুদণ্ড বাঁকা করে দিয়েছে। এদিন তাঁরা আরও বলেন, গত ছয় বছরে রাজ্যে অপশাসন চলছে। রাজ্যে প্রতিদিন একটা না একটা খুন, ধর্ষণ, চুরির ঘটনা ঘটছে। এখন রাজ্যবাসী নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তাছাড়া, শাসক দলের রাজত্বে আইনের শাসন ধ্বংস হয়ে গেছে।

লামডিং - বদরপুর হিল সেকশনে পুনরায় ট্রেন চলাচল শুরু

হাফলং (অসম), ১৮ অক্টোবর (হি.স.) ।। লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে পুনরায় স্বাভাবিক হয়েছে ট্রেন চলাচল। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল চারটা নাগাদ লামডিং ডিভিশনের অধীন ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত দিবালং স্টেশনের ক্রসিং পয়েন্টে ইঞ্জিন সহ ১২৫২০ নম্বর আগরতলা-মুম্বাই লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেসের সাতটি বগি এবং পাওয়ার ভ্যান লাইনচ্যুত হওয়ার জেরে পাহাড় লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছিল।

অবশেষে দুর্ঘটনাস্থল দিবালং স্টেশনের ক্রসিং পয়েন্টে রেলওয়ে ট্র্যাক মেরামতি করে প্রায় ১৮ ঘণ্টা পর লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে ট্রেন চলাচল পুনরায় স্বাভাবিক হয়েছে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানিয়েছেন, আজ (শুক্রবার) রেলওয়ে ট্র্যাক মেরামতি করে ট্র্যাক সার্টিফিকেট দেওয়ার পর সকাল ৯-টা ৪৮ মিনিট নাগাদ ১২৫০৩ নম্বর বেঙ্গালুরু ক্যান্ট হামসফর এক্সপ্রেস দুর্ঘটনাস্থল পার হয়ে গেছে।

বর্তমানে পাহাড় লাইনে রেল চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানান, গতকাল (বৃহস্পতিবার) বিকাল চারটা নাগাদ ডিমা হাসাও জেলাধীন দিবালং স্টেশনের ক্রসিং পয়েন্টে দুর্ভাগ্যবশত লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। দুর্ঘটনার ফলে লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন সহ সাতটি বগি ও পাওয়ার ভ্যান লাইনচ্যুত হলেও সৌভাগ্যবশত ট্রেনের কোনও যাত্রী নিহত বা গুরুতরভাবে আহত হননি। তবে দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর-পরই উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের পক্ষ থেকে বিশেষ ট্রেনে করে লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেসের যাত্রীদের লামডিং নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আহত যাত্রীদের লামডিং স্টেশনে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করে লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেসের যাত্রীদের নিজেদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক।

বৃহস্পতিবার লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার কবলে পড়ার দরুন গতকাল এবং আজ (শুক্রবার) বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল করার পাশাপাশি কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেনের সময়সূচি পুর্ণনির্ধারণ করা হয়েছে। এদিকে ঠিক কী কারণে এবং কার ভুলে এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে, এ নিয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে কিছুই জানা যায়নি। প্রশ্ন উঠেছে, পাহাড় লাইনে যাত্রীবাহী ট্রেনগুলি চলাচলের ক্ষেত্রে গতিবেগ নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে, এমতাবস্থায় কীভাবে লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন সহ সাতটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে? এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি উত্তরপূর্ব রেল কর্তৃপক্ষের কাছে।

পণের দাবিতে বধূ হত্যার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৮ অক্টোবর।। আবারও পণের জন্য বধুহত্যার অভিযোগ উঠলো। নয়নজলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১নম্বর ওয়ার্ডের দুপুরিয়াবান্দ এলাকায় বৃহস্পতিবার বিকেলে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। স্বামী সানাউল হকের নির্যাতনের শিকার হয়ে আয়েশা বেগম (২৫) নামের এক গৃহবধূ গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু এই ঘটনা আত্মহত্যা না পরিকল্পিত হত্যা, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা এবং জোর বিতর্ক।

সানাউল হক পেশায় একজন মসজিদের ইমাম। তিনি প্রায় পাঁচ বছর আগে বাগবের গ্রাম পঞ্চায়েতের দুধপুকুর এলাকার রশিদ মিয়ার মেয়ে আয়েশা বেগমকে সামাজিক রীতি মেনে বিবাহ করেন।বিবাহের পর থেকেই আয়েশা বেগমকে পনের জন্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। তাদের সংসারে দুটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য কলহ চলতেই থাকে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে আয়েশা বেগম তার বাপের বাড়িতে ফোন করে স্বামীর অত্যাচারের কথা জানান। এরপর বিকেলেই তার মৃত্যুর খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। স্থানীয়রা জানায়,আয়েশা বেগম নিজ ওড়না দিয়ে সিলিং ফ্যানের সাথে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধান ও উপ প্রধানকে মানতে নারাজ সদস্যরা, বাতিল শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

পশ্চিম কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। ফের বাতিল হল পশ্চিম কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। এই নিয়ে দুই বার এই পঞ্চায়েতের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বাতিল হয়েছে। নির্বাচিত প্রধান ও উপ প্রধানকে মানতে নারাজ পঞ্চায়েতের সদস্যরা। আর সেই কারনেই এই শপথ গ্রহন অনুষ্ঠান বার বার বাতিল করা হচ্ছে বলে খবর। কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা জানিয়েছেন, বর্তমানে প্রধান ও উপ প্রধানকে নিয়ম মেনে নিযুক্ত করা হয়নি। মেম্বারদের সঙ্গে কোনো ধরনের কথা বার্তা হয়নি। তাই তারা নবনিযুক্ত প্রধান ও উপ প্রধানকে মানতে নারাজ। আর তার কারনেই একাধিক বার এই পঞ্চায়েতের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বাতিল করা হচ্ছে। সকলের সম্মতিক্রমে প্রধান ও উপ প্রধানকে নির্বাচিত করতে হবে বলে দাবি পঞ্চায়েতের সদস্য সদস্যাদের।

আকাশ প্রদীপ নিয়ে সর্তক করল নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর ।। কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার রাতে আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বৈদ্যুতিক তারে আকাশ প্রদীপ আটকে গিয়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তাতে নিগমের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তাই দীপাবলি উৎসব সহ অন্যান্য যেকোনো ক্ষেত্রে আকাশ প্রদীপ জ্বালানোর বিষয়ে জনসাধারণকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানাচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড।

এদিন নিগমের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা, দীপাবলি কিংবা অন্যান্য উৎসবে আকাশ প্রদীপ জ্বালিয়ে যারা শুভ কাজের সূচনা করবেন বলে বিশ্বাস করেন, নিজের অজান্তেই তারা অনেকটাই বিপদ ডেকে আনছেন কিনা , তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়ে গিয়েছে। কারণ এই আকাশ প্রদীপের ভেতর জ্বলন্ত মোম থাকায় যেকোনো সময় এতে আগুন লেগে যেতে পারে। তা বাড়িঘর সহ অন্যান্য যে কোন ক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ডের কারণ হতে পারে। বিশেষ করে বিদ্যুতের পরিবাহী তারে আকাশ প্রদীপ আটকে গেলে সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এবং শর্ট সার্কিট হয়ে বিদ্যুৎ ভোক্তাদের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম পুড়ে যেতে পারে। কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার রাতে আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বৈদ্যুতিক তারে আকাশ প্রদীপ আটকে গিয়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং নিগমের ক্ষয়ক্ষতি ও হয়েছে। ফলে দীপাবলি উৎসব সহ অন্যান্য যেকোনো ক্ষেত্রে আকাশ প্রদীপ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষকের আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ অক্টোবর।। পারিবারিক কলহের জেরে বিষ পান করে আত্মহত্যা করল এক কৃষক। মৃত কৃষকের নাম নিখিল দাস(৫৪)। জানা গেছে তেলিয়ামুড়া লক্ষ্মীপুর এলাকার বাসিন্দা নিখিল দাস প্রতিদিনের মতো গতকাল সারাদিন কৃষি কাজ করেন। এবং দুদিন আগে কৃষি ক্ষেতের ঘাস মারার জন্য বিষ কিনে আনেন। গতকাল রাতে সবার অলক্ষে এই বিষ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলে ডুবে মৃত্যু দুই শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর ।। পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে দুই শিশু কন্যার। ওই ঘটনায় শ্রীনগর থানাধীন নাগিছড়া কালিদাস পাড়ায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে পিঙ্কি দাস(৯) ও উর্মিলা মারাক (১০) সহ ৩ জন জলাশয়ে স্নান করতে গিয়েছিল। পরবর্তী সময় একজন জলে তলিয়ে যায়। পরে দেখা যায় একজন জল থেকে আগেই উঠে আসলেও অপরজনের হদিশ নেই। তখন জলাশয়ে তল্লাশি শুরু হয়। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ওই শিশুকন্যাকে জল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে সাথে তাদের উদ্ধার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঊনকোটি জেলা

আরও ৩৬ ঘন্টার জন্য বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর ।। আরো ছত্রিশ ঘন্টা ঊনকোটি জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের আদেশ দিয়েছে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর। এক নির্দেশিকায় এই খবর জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য গত ১৫ অক্টোবর থেকে ৭২ ঘন্টার জন্য বন্ধ ছিল ইন্টারনেট পরিষেবা। তারপরেই ফের আজ আরো ৩৬ ঘণ্টার জন্য এই নিষেধাজ্ঞা বৃদ্ধি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, উত্তর জেলা সহ উনকোটি জেলায় যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতেই এই নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে।

ঘর নিয়ে বিবাদের জেরে ভাইয়ের হাতে ভাই রক্তাক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ অক্টোবর ।। দুই ভাইয়ের ঝগড়া থেকে রক্তারক্তির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে তেলিয়ামুড়া থানাধীন রাধাচরণ টিলা এলাকায়। স্থানীয় সুত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বরাদ্দ ঘর নিয়ে ঝামেলার সূত্রপাত। তবে, পরিবারের সদস্যরা প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে মুখে কুলুপ এঁটেছে।

স্থানীয় সুত্রের কথায়, বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বরাদ্দ ঘর নিয়ে হেমন্ত দাস ও সুশান্ত দাস দুই ভাইয়ের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেঁধেছিল। উত্তেজিত হয়ে হেমন্ত দাস দা দিয়ে সুশান্ত দাসকে একাধিক আঘাত করেছেন। তাতে, রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৯ থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত কাকাড়াবন কিশোরগঞ্জ ব্রীজের যান চলাচল বন্ধ ঃ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। ১৯ অক্টোবর থেকে ২৩ অক্টোবর পর‍্যন্ত কাকাড়াবন কিশোরগঞ্জ ব্রীজের উপর দিয়ে সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। এক নির্দেশে একথা জানালেন গোমতী জেলা শাসক।

নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, এনএইচআইডিসিএল একটি টেকনিক্যাল পরীক্ষা চালাচ্ছে। যার দরুন কিশোরগঞ্জ ব্রিজ এবং সংশ্লিষ্ট এলাকাতে যানবাহন চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি উদয়পুর এবং মেলাঘরের গাড়িগুলি চলাচলের জন্য অন্য রাস্তা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এই রাস্তা বন্ধের ফলে সকাল থেকেই বিপাকে পড়েন যান চালকরা। ক্ষুব্ধ হয়ে একসময় বিক্ষোভ দেখান বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে আটকে পড়া যানচালকরা। তাদের অভিযোগ কোন ধরনের নির্দেশিকা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০৮ নং জাতীয় সড়কের বেহাল দশা, দুর্ভোগে যান চালক সহ যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। ২০৮ নং জাতীয় সড়কের খেরেংজুরি এলাকায় বেহাল অবস্থার কারণে আটকে পড়েছে হাজার হাজার মালবাহী গাড়ি। দুর্ভোগ সহ্য করছেন চালক থেকে শুরু করে যাত্রী সাধারণ।

দপ্তরের উদাসীনতার কারণে দীর্ঘ কয়েক মাস থেকে ২০৮ নং জাতীয় সড়ক খেরেংজুরি এলাকায় বেহাল অবস্থার কারণে দুর্ভোগ অব্যাহত রয়েছে। জাতীয় সড়কের খেরেংজুরি চাঁনপুর অংশে রাস্তা ভেঙ্গে চৌচির অবস্থা। জল জমে সৃষ্টি হয়েছে বিশাল পুকুর। মাঝেমধ্যে ইটের টুকরো ফেলে দায়িত্ব খালাস করছে দপ্তর।

শুক্রবার জাতীয় সড়কের খরেংজুরি চানপুর অংশে জল জমে রাস্তার ভগ্ন দশায় আটকা পড়ে হাজার হাজার মালবাহী গাড়ি। ফলে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে যাত্রী সাধারণ থেকে শুরু করে যান চালকদের। এনিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

শেল্টার হোম থেকে যুবতীর নিখোঁজ ঘিরে প্রশ্নচিহ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর ।। শেল্টার হোম থেকে যুবতীর নিখোঁজের অভিযোগে রহস্য দানা বেঁধেছে। কারণ, যুবতীর মা অভিযোগ করেছেন, তাঁর মেয়েকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, শেল্টার হোমার কর্তৃপক্ষের দাবি, ওই যুবতী স্বামীর কাছে ফিরে গেছে, সেটা যাওয়ার আগে লিখিতভাবে জানিয়েছে। ফলে, আদৌ ওই যুবতী বর্তমানে কোথায় রয়েছেন, তা নিয়ে ধোয়াশার সৃষ্টি হয়েছে।

খবরে প্রকাশ, এসোসিয়েশন ফর সোসাল হেলথ ইন ইন্ডিয়ার দ্বারা পরিচালিত আগরতলায় ইন্দ্রনগরের জগৎপুর কালিবাড়ী রোডস্থিত মঙ্গলালোক মাতৃসদন শেল্টার হোম থেকে এক যুবতী পালিয়ে গেছে। খবর পেয়ে ছুটে আসেন ওই যুবতীর অভিভাবক। তাঁরা হোমের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেন, তাঁদের মেয়েকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, শেল্টার হোমের দায়িত্বে থাকা সুপার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ১৯ অক্টোবর ২০২৪ ইং
২ কার্ত্তিক, শনিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

ইতিবাচক অনুভূতি জাগায় হাসি

ডট কম এর যুগে আমরা এতটাই আত্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠিয়াছি যে আমরা একে অপরের সঙ্গে মন খুলিয়া কথা বলিবার সময় পর্যন্ত পাইনা। তথাকথিত ছোট পরিবার ও সুখী পরিবারের সংজ্ঞা আমাদেরকে আরো বিপদজনক প্রবণতার দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। বর্তমান তথাকথিত আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় স্বামী স্ত্রী ও সন্তান ছাড়া অন্য কাউকে পরিবারের অংশ বলিয়া মানিয়া নিতেই অনেকে নারাজ। বৃদ্ধ পিতা মাতারা পর্যন্ত পরিবারের বোঝা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। ফলে বৃদ্ধাশ্রম এর সংখ্যা বাড়িতেছে। সমাজ জীবন ও পরিবার জীবন হইতে হাসি নামক বিষয়টি যেন হারাইয়া যাইতে শুরু করিয়াছে। মানুষ ক্রমশ নিজের অজান্তেই নানা মানসিক রোগে আক্রান্ত হইতেছে। ইহার মূল কারণ মন খুলিয়া হাসিতে না পারা।

সুকুমার রায়ের সেই রামগড়ুরের ছানাদের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে, যাহাদের হাসিতে মানা ছিল? বাস্তবে কোনও মানুষ হাসিতে না পারিবার বাধ্যবাধকতায় বন্দি থাকেন না। কিন্তু কল্পিত সেই রামগড়ুরের ছানাদের এই হাসিতে না পারিবার বৈশিষ্ট্যটি নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া ফেলেন কেউ কেউ। আধুনিক জীবনধারায় নানামুখী চাপে আমরা জর্জরিত। তুমুল প্রতিযোগিতামূলক পড়ালেখার চাপ, কর্মস্থলের চাপ, বাড়ির একঘেয়ে কাজের চাপতালিকাটা বিশাল। এমনকী নিজের ‘তারুণ্য’ ধরিয়া রাখাটাও একটা চাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যেন! চাপে চিঁড়েচ্যাপ্টা মানুষ প্রাণ খুলিয়া হাসিতে ভুলিয়া যাইতেই পারেন। এ হইল যুগের নির্মম সত্য। কিন্তু হাসি থেকেই ছড়াইয়া পড়ে প্রাণশক্তি, তাহা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হাসিলে আমাদের মনে জাগে ইতিবাচক অনুভূতি। এর প্রভাব থেকেও যায় অনেকটা সময় অবধি। মনের ভালো থাকিবার সঙ্গে শারীরিক সুস্থতাও নিবিড়ভাবে জড়িত। হাসিতে সুস্থ মন, সুন্দর জীবনভাবনা, হাসিতে খুলিয়া যায় মনের দুয়ার। সমস্যা সমাধানের নানা উপায় নিয়া স্বচ্ছভাবে ভাবিবার সুযোগ হয়। জীবন সম্পর্কে সুন্দর ভাবনা জাগে মনে। সৃষ্টি হয় আশাবাদ, আসে সন্তুষ্টি। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির চর্চা হয় হাসির চর্চায়। মন হয় প্রশান্ত। মেজাজ বিগড়ে যাওয়ার ঝুঁকি কমে। বিরক্তি আর দুশ্চিন্তাও কম হয়। কাজের আগ্রহ ও উদ্দীপনা বাড়ে। কঠিন কাজও সহজ মনে হয়। বাড়ে কাজের গতি।হাসিতে সুস্থ ব্যক্তি, সুস্থ সম্পর্ক। হাসিলে শরীরে কর্টিসলের মাত্রা বাড়িতে পারে না। কর্টিসল হইল চাপের হরমোন। তাই হাসিলে অনেক দীর্ঘমেয়াদি রোগের ঝুঁকি কমে। হাসিলে শরীরেও সৃষ্টি হয় সুখানুভূতি। ভালো ঘুম হয়। যাঁহারা সহজে হাসিতে পারেন, তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলোও সহজ প্রকৃতির হয়। সামাজিক সম্পর্ক নিয়াও জটিলতায় কম পড়েন তাঁহারা। তাই হাসির খোরাক খুঁজিতে নিজেকে প্রশ্ন করুন তো, শেষ কবে প্রাণ খুলিয়া হাসিয়াছেন আপনি? সুস্থ, সুন্দর জীবনের জন্য প্রতিনিয়তই প্রাণখুলিয়া হাসা জরুরি। নইলে ভেতরে-ভেতরে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিবেন, যাহার প্রভাব দেখা দিবে বহু বছর পর। ব্যায়ামের মতো এটিও একটি চর্চার বিষয়। জীবন আপনাকে হাসিতে দিতেছে না? আপনি হাসির কাছে ছুটিয়া যান। জীবনের উচ্ছ্বাস আপনাকে ছুঁইয়ে যাইবেই যাইবে। বন্ধুদের আড্ডা, মজার গল্পের বই, সুকুমার রায়ের ছড়া, টেলিভিশন বা ইউটিউবের কমেডি শোনানা কিছুই হইতে পারে আপনার হাসির উৎস। এমন যেকোনও কাজে সম্পৃক্ত হন, যাহাতে আপনি হাসিতে পারেন। সৃষ্টিকূলের জন্য কিছু করুন। অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটান, ক্ষুধার্ত জীবকে খাবার দিন, তৃষ্ণার্ত জীবকে জল দিন, আশ্রয়হীন প্রাণকে আশ্রয় দিন। হাসিমুখে, কোমলভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলুন। এমন সব কাজ করিলে আপনি মন খুলিয়া হাসিতে পারিবেন।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নতুন অপ্রচলিত যুদ্ধের জন্ম দিয়েছে প্রযুক্তি : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নতুন অপ্রচলিত যুদ্ধের জন্ম দিয়েছে প্রযুক্তি। এমনই তাৎপর্য্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। শুক্রবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ত্বরণের উপর ডিআরডিও শিল্প কর্মশালায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, ’প্রচলিত যুদ্ধের যে রূপ আমরা এখন আমাদের চারপাশে দেখতে পাই তা ৫০-৬০ বছর আগে যে রূপ ছিল তার থেকে অনেকটাই আলাদা। সেই সময় স্থলে, আকাশে অথবা সমুদ্রে ব্যবহৃত হত অস্ত্র ও সরঞ্জাম। এখন প্রযুক্তির জন্য আপনারা একটি বড় পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রভাব শুধুমাত্র প্রচলিত যুদ্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রযুক্তি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নতুন অপ্রচলিত যুদ্ধের জন্ম দিয়েছে।’প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, ’ড্রোন, সাইবার যুদ্ধ, জৈব, অস্ত্র এবং মহাকাশ প্রতিরক্ষার মতো অনেক উপাদান এই সময়ে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, আমি বিশ্বাস করি যে আপনারা প্রতিরক্ষা গবেষণা এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন তা অবশ্যই আমাদের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে আরও মজবুত ও শক্তিশালী করে তুলবে।’

২২-২৩ অক্টোবর রাশিয়া সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, অংশ নেবেন ষোড়শ ব্রিকস সম্মেলনে

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): চলতি মাসে রাশিয়া সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২২-২৩ অক্টোবর রাশিয়া সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, এই সফরে তিনি অংশ নেবেন ষোড়শ ব্রিকস (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন ও দক্ষিণ আফ্রিকা) সম্মেলনে।শুক্রবার বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২২-২৩ অক্টোবর রাশিয়া সফরে যাচ্ছেন। কাজানে অনুষ্ঠিত ১৬-তম ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দেবেন তিনি। এই সফরের সময় ব্রিকস সদস্যভুক্ত দেশের রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

এমএলএ-এলএডি তহবিল বাড়িয়ে ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি সরকার : বাঁশুরি স্বরাজ

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : এমএলএ-এলএডি তহবিল ১০ কোটি থেকে বাড়িয়ে ১৫ কোটি করে অত্যন্ত ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি সরকার বলে মত বিজেপি সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজের।শুক্রবার বাঁশুরি স্বরাজ জানান, দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র চার মাস আগে মুখ্যমন্ত্রী অতিশী এবং আম আদমি পার্টি দিল্লির অর্থনীতিকে আরও পঙ্গু করার সব নতুন উপায় খুঁজে বের করছে। তিনি বলেন, আম আদমি পার্টির জন্য ৭১ বছরে প্রথমবার দিল্লির বাজেট ৭,০০০ কোটি টাকার ঘাটতির সম্মুখীন হয়েছে। এরপর এমএলএ-এলএডি তহবিল বাড়িয়ে ১৫ কোটি করায় দিল্লির উপর অতিরিক্ত ৩৫০ কোটি টাকার আর্থিক বোঝা বাড়লো, ফলে আর্থিক অনটনে ভুগবে দিল্লি।

প্রোটিন রহস্যের সমাধান করে রসায়নে নোবেল পেলেন তিন বিজ্ঞানী

উচ্ছ্বাস তৌসিফ

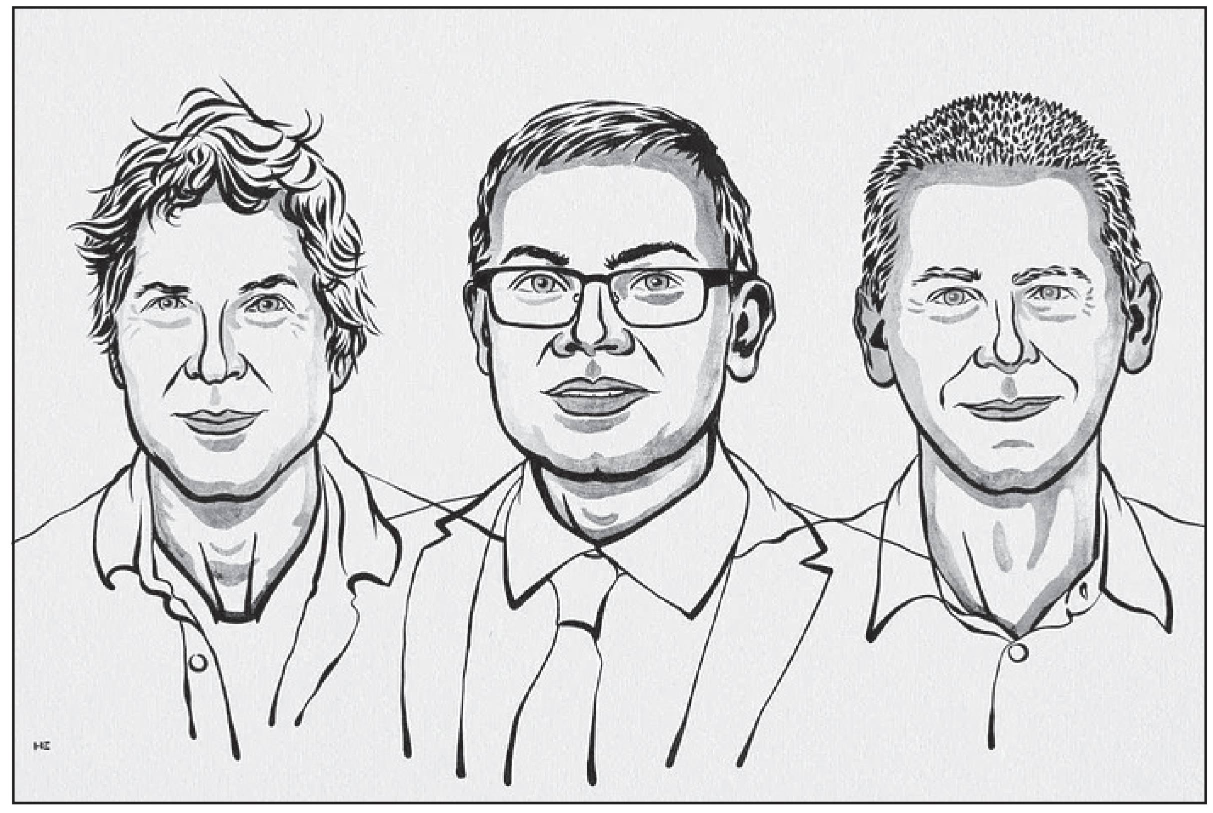

রসায়নে এবারের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে প্রোটিন গবেষণার জন্য। কম্পিউটেশনাল প্রোটিন ডিজাইনের জন্য এই পুরস্কারের অর্ধেক পেয়েছেন মার্কিন বিজ্ঞানী ডেভিড বেকার। আর প্রোটিনের গঠন অনুমানের জন্য বাকি অর্ধেকটা পেয়েছেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ডেমিস হ্যাসাবিস ও মার্কিন বিজ্ঞানী জন এম জাম্পার।

এত কিছু থাকতে প্রোটিন গবেষণায় রসায়নের নোবেল পুরস্কার দেওয়ার কারণ কী? আসলে, প্রাণের এত যে বৈচিত্র্য চারপাশে, তার পেছনের মূল কৃতিত্ব প্রোটিনের। এগুলোকে বলা যায় জীবনের গাঠনিক একক। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এগুলোকে বলতে চাইবেন ‘জীবনের ভিত্তিমূলক একধরনের রাসায়নিক টুল’। জীবনের মূল ভিত্তি বলতে যেসব রাসায়নিক বিক্রিয়াকে বোঝানো হয়, সেগুলো নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার কাজটি করে এই প্রোটিনই। আবার হরমোন, অ্যান্টিবডি এবং বিভিন্ন কলা বা টিস্যুর গাঠনিক একক হিসেবেও কাজ করে প্রোটিন। এবারের নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীরা সেই প্রোটিনের গঠনের নেপথ্যের কোড ক্র্যাক করেছেন। আরেকটু সহজ করে বলা যায়, তাঁরা প্রোটিন হ্যাক করেছেন!

একটু খোলাসা করা যাক। যেকোনো প্রোটিন সাধারণত ২০ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের নানা ধরনের বিন্যাসের ফলে গঠিত হয়। অর্থাৎ এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোকে বলা যায় প্রাণের মূল ভিত্তি বা গাঠনিক একক। অ্যামিনো অ্যাসিড মিলে মিলে প্রোটিন গঠন করে, আর এগুলো নিয়ন্ত্রণ করে জৈবনিক সব রাসায়নিক বিক্রিয়া।

১৯ শতকের বিজ্ঞানীরা প্রোটিনের এই গুরুত্বের কথা জানতেন। জানতেন, জীবনের গাঠনিক একক প্রোটিন। কিন্তু এগুলোর খুঁটিনাটি বোঝার প্রক্রিয়াটি শুরু হতে হতে ১৯৫০-এর দশক চলে আসে। এর আগে বিজ্ঞানীরা প্রোটিন বিশ্লেষণের কোনো পথ খুঁজে পাননি। সেই সময় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই গবেষক জন কেন্ড্রু ও ম্যাক্স পারুৎজ প্রথম এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফির মাধ্যমে প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক মডেল তৈরি করেন। এ জন্য ১৯৬২ সালে তাঁদের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

এরপর গবেষকেরা মূলত এই এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফি ব্যবহার করে প্রায় ২ লাখ প্রোটিনের ছবি তৈরি করেন। সেটাই গড়ে দেয় এবারের নোবেল পুরস্কারের ভিত্তি। কীভাবে? ঘটনাটা ২০০৩ সালের। এককালে মানুষ ভাবত, প্রকৃতিতে নেই, এ রকম প্রোটিন বানানো সম্ভব নয়। ডেভিড বেকার সেই ধারণা ভেঙে ফেললেন। ১৯৯৮ সালে তিনি ফোরট্রান নামের বর্তমানের তুলনায় প্রাচীন এক কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজে একটা প্রোগ্রাম লিখলেন। নাম দিলেন রোজেটা। সেই রোজেটাকে পরে (C++) ল্যাঙ্গুয়েজে রূপান্তর করে বানানো হয় রোজেটা ২ বা রোজেটা। এই রোজেটাই খেল দেখাল! গবেষকদল নিয়ে বেকার প্রথমে একটি প্রোটিনের গঠন তৈরি করলেন। এটি বানাতে কী ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড সিকোয়েন্স বা বিন্যাস লাগবে, তা জানতে পরিচিত প্রোটিনের গঠনগুলো খুঁজে দেখল রোজেটা। এসব গঠন সার্ভারে সংরক্ষণ করে রাখা ছিল। যাহোক, খুঁজে খুঁজে রোজেটা এই প্রোটিন থেকে কিছু অ্যামিনো অ্যাসিডের বিন্যাস নিল, ওই প্রোটিন থেকে নিল আরও কিছু। এভাবে বিভিন্ন প্রোটিনের ভগ্নাংশজুড়ে দিয়ে দিয়ে নকশা করে ফেলল বিজ্ঞানী দলের কাঙ্ক্ষিত সেই প্রোটিনের! এবার পরীক্ষার পালা। প্রয়োজনীয় জিন ঢুকিয়ে দেওয়া হলো ব্যাকটেরিয়ার দেহে। (এভাবে ব্যাকটেরিয়ার দেহে জিন ঢুকিয়ে দিয়ে ডায়াবেটিসের প্রতিষেধক ইনসুলিন তৈরির কথা অনেকেই হয়তো জানেন।) জিন থেকে ব্যাকটেরিয়ার দেহে তৈরি হলো অ্যামিনো অ্যাসিড, সেখান থেকে প্রোটিন। এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফির মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখা গেল সেটার গঠন। বিজ্ঞানীরা চমকে উঠে টের পেলেন, ডেভিড বেকারের রোজেটা অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলেছে। কম্পিউটারের সাহায্যে বেকার তৈরি করে ফেলেছেন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কৃত্রিম প্রোটিন! ভিন্ন ধরনের এই প্রোটিনের নকশা করেই তিনি থেমে যাননি। তাঁর দলের বিজ্ঞানীদের নিয়ে একের পর এক বিচিত্র ধরনের প্রোটিনের নকশা করে গেছেন। এসব প্রোটিনের কোনোটি ফার্মাসিউটিক্যালসে ব্যবহৃত হয়েছে, কোনোটি লেগেছে ভ্যাকসিন তৈরির কাজে; কোনো কোনোটি দিয়ে বানানো হয়েছে ন্যানোম্যাটেরিয়াল ও অতি খুদে সেন্সর। এবারে দ্বিতীয় গবেষণাটির কথা বলা যাক। এটা হলো, প্রোটিনের গঠন অনুমান। আগেই বলেছি, অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো মিলে মিলে প্রোটিন গঠন করে। এগুলো দীর্ঘ এক স্ট্রিং বা সুতোর মতো গঠনে যুক্ত হয়ে ত্রিমাতৃক একধরনের কাঠামো তৈরি করে। এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস বুঝতে হবেএকটা প্রোটিন কী কাজ করবে, তা নির্ভর করে এর গঠনের ওপরেই। সেই ১৯৭০ দশক থেকেই গবেষকেরা অ্যামিনো অ্যাসিডের সিকোয়েন্স বা বিন্যাস দেখে প্রোটিনের গঠন অনুমানের চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। কাজটা খুব কঠিন। কিন্তু আজ থেকে মাত্র চার বছর আগে সেই কঠিন সমস্যার সমাধান নিয়ে হাজির হলেন ডেমিস হ্যাসাবিস ও জন জাম্পার। কীভাবে সমাধান করলেন? কীভাবে আবার, এআই আছে না! অসম্ভবকে সম্ভব করা এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাজ। এ কথার সত্যতা আবারও প্রমাণ করে ২০২০ সালে আলফাফোল্ড২ নামে একটি এআই মডেল উদ্ভাবন করেন এই দুই বিজ্ঞানী। এই মডেলের সাহায্যে গবেষকেরা ভার্চ্যুয়ালি বা সিমুলেশনের মাধ্যমে অ্যামিনো অ্যাসিড সাজিয়ে সাজিয়ে যে ২০০ মিলিয়ন বা ২০ কোটি প্রোটিনের গঠন শনাক্ত করেছেন, সেগুলোর প্রতিটির গঠন অনুমান করলেন তাঁরা। রসায়ন বা জৈব রসায়ন শুধু নয়; চিকিৎসাবিজ্ঞান কিংবা মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর দেহের গঠন ও কাজ বোঝার ক্ষেত্রে এ এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এর পর থেকে ইতিমধ্যেই ১৯০টি দেশের ২০ লাখের বেশি মানুষ আলফাফোল্ড২ মডেল ব্যবহার করেছেন। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের মতো সমস্যা আরও ভালোভাবে বোঝা বা প্লাস্টিককে ভেঙে ফেলতে পারে, এমন এনজাইমের ছবি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এই মডেল। এই নোবেলটা কি বিজ্ঞানীরা পেলেন, নাকি এআই পেলকী মনে হয়? চলতি বছরে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেলের পর রসায়নে নোবেলএই প্রশ্নটা জোর দিয়ে না করে আসলে উপায়ও নেই।

প্রোটিন ছাড়া জীবন আসলে সম্ভব হতো না। আর এখন আমরা এবারে রসায়নে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ত্রয়ীর কল্যাণে সেই প্রোটিন ইচ্ছেমতো তৈরি করতে পারছি, ভিন্ন ভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড পর পর বসিয়ে তৈরি নতুন সেই বিন্যাসের গঠন ও কাজ কী হবে, তা অনুমান করতে পারছিমানব ইতিহাসের অন্যতম অমূল্য কাজগুলোর একটি বলে যে তাঁদের গবেষণা বিবেচিত হবে, এ আর বিচিত্র কী! শেষে একটুখানি মজার একটা প্রশ্ন করা যাক। এই নোবেলটা কি বিজ্ঞানীরা পেলেন, নাকি এআই পেলকী মনে হয়? চলতি বছরে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেলের পর রসায়নে নোবেলএই প্রশ্নটা জোর দিয়ে না করে আসলে উপায়ও নেই। সূত্র: নোবেল প্রাইজ ডটঅর্গ

হেমন্তের আগমনে প্রকৃতির স্নিগ্ধ রূপ

শারমিন নাহার

রূপের রানি শরৎ বিদায় নিয়েছে। গুটিগুটি পায়ে চলে এসেছে হেমন্ত। বইছে শীতল হাওয়া, ভোরের সবুজ ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু চকচক করছে মুক্তোর মতো।

ছয়টি ঋতুর মধ্যে হেমন্ত হলো চতুর্থ ঋতু। কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের সমন্বয়ে গঠিত এই ঋতু। হেমন্ত মানেই সারি সারি পাকা ধান। হালকা সোনালি রোদের পরশ লেগে পাকা ধান চকচক করে। এমন অপরূপ শোভা দেখে মন—প্রাণ জুড়িয়ে যায়। মানুষের মনকে বিমোহিত করে সোনালি প্রকৃতির রূপ। খুশির জোয়ার ভাসে কৃষকের ঘরে ঘরে। কিষান-কিষানির চোখে নতুন স্বপ্ন। আনন্দ আর খুশি বুকে নিয়ে নতুন ধানে গোলা ভরে। নতুন ধান ঘরে তুলে শুরু করে নবান্ন উৎসব। সবার ঘরে তৈরি হয় অনেক রকম পিঠাপুলি, পায়েস, ঢেঁকির শব্দ চারদিকে। হেমন্তকালে বর্ষার পানি শুকিয়ে যাওয়ার পর মাটি যেন ফিরে পায় নব যৌবন। খাল-বিল শুকিয়ে গেলে অনেক ধরনের সুস্বাদু মাছ পাওয়া যায়, যেমন কই, পুঁটি, খয়রা, শিং, বোয়াল, বাইম মাছ। এসব দেশীয় মাছ এই ঋতুতে অনেক বেশি পাওয়া যায়। হেমন্তে অনেক ধরনের ফুল ফোটে, যেমন গন্ধরাজ, দেবকাঞ্চন, হিমঝুরি, অশোক, মল্লিকা, হাসনাহেনা, শিউলি। এসব ফুলের মিষ্টি সুবাস বাতাসে ভেসে বেড়ায়। অনেক ধরনের টাটকা সবজি পাওয়া যায়, যেমন ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালংশাক, মুলা ইত্যাদি। হেমন্ত ঋতু এলেই এক অপরূপ সৌন্দর্য গ্রামবাংলায় ফুটে ওঠে। সকালে হালকা কুয়াশার চাদরে ঢাকা থাকে মাঠ, পাখিদের কিচিরমিচির কলরব, শিশিরভেজা অজস্র শিউলি ফুল গাছতলায় পড়ে থাকে, কোথাও কোথাও খেজুরগাছের সঙ্গে বাঁধা রসের হাঁড়ি, হালকা রোদের পরশে সবুজ পাতা হেসে ওঠে। এ সময় আকাশ মেঘমুক্ত থাকে। হালকা নীল রঙে সাজে বিকেলের আকাশ, মাঝেমধ্যে রংধনুর দেখা মেলে। অতিথি পাখিদের আনাগোনা দেখা যায়। সুনসান নীরবতায় হেমন্তের স্নিগ্ধ বিকেলে মন প্রফুল্লতায় ভরে ওঠে। রাতের আকাশে ঝকঝকে জ্যোৎস্নার আলো কিষান-কিষানির মনে জাগিয়ে তোলে নতুন স্বপ্ন ও আশা। এই ঋতু শীতের আগমনী বার্তা নিয়ে আসে।

ইতিহাস গড়ল স্পেসএক্স

কাজী আকাশ

পঞ্চমবারের মতো আকাশে উড়ল বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রকেট স্টারশিপ। এর মধ্যেই এই নভোযান একটা রেকর্ড করে ফেলেছে। এই প্রথম কোনো রকেট নিরাপদে লঞ্চপ্যাডে অবতরণ করেছে। উঁহু, অবতরণ বলা ভুল হলো। লঞ্চপ্যাডের দুটো রোবটিক বাহু শূন্যে থাকতেই লুফে নিয়েছে রকেটটিকে নিরাপদে। গত ১৩ অক্টোবর, রোববার স্টারশিপের এই ঝুলন্ত-অবতরণকে বলা হচ্ছে ঐতিহাসিক ঘটনা। কেন এটি ঐতিহাসিক? কারণ, এর আগে কখনো কোনো রকেট এভাবে ঝুলন্ত-অবতরণ করেনি। আগে বুস্টার রকেটগুলো মূল নভোযানকে মহাকাশে ছুড়ে দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। বিচ্ছিন্ন এই বুস্টারগুলো সাধারণত মহাসাগরে এসে পড়ত। পরে সে অংশ ফিরিয়ে আনা হতো জাহাজের সাহায্যে। যদিও তা বেশির ভাগ সময় ব্যবহার করা যেত না। কিন্তু এবার আর সাগরে নয়, সরাসরি লঞ্চপ্যাডের রোবটিক বাহুর মুঠোয় বসে গেছে রকেটটি। এরপর ধীরে ধীরে বসে পড়েছে লঞ্চপ্যাডের নির্দিষ্ট স্থানে। মানে, উৎক্ষেপণের সময় প্যাডে রকেট যেভাবে থাকে, ঠিক সেভাবে আবার জায়গা মতো বসেছে। এটাকে নানা কারণে বলা হচ্ছে বিশাল অর্জন। (কেন, সে কথায় একটু পরে আসছি।)

পরিকল্পনা করছেন স্পেসএক্সের প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্ক। এবার সেই লক্ষ্যে মাস্ক ও তাঁর প্রতিষ্ঠান পুরোপুরি সফল। কারণ, শূন্যে থাকতেই এভাবে খপ করে লুফে নেওয়ার ফলে রকেটটির কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। স্পেসএক্সের এই রকেটকে বলা হচ্ছে ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী রকেট। প্রায় ৪০০ ফুট লম্বা রকেটটি দুটি অংশ। সুপার হেভি বুস্টার ও স্টারশিপ। সুপার হেভি বুস্টারের ওপর বসানো হয়েছে স্টারশিপ। স্টারশিপকে মহাকাশে পাঠিয়ে সুপার হেভি বুস্টার ফিরে এসেছে পৃথিবীতে।

অনেকদিন ধরেই লঞ্চ সিস্টেম পুনরায় ব্যবহারের পরিকল্পনা করছে স্পেসএক্স। বলা উচিৎ, পরিকল্পনা করছেন স্পেসএক্সের প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্ক। এবার সেই লক্ষ্যে মাস্ক ও তাঁর প্রতিষ্ঠান পুরোপুরি সফল। কারণ, শূন্যে থাকতেই এভাবে খপ করে লুফে নেওয়ার ফলে রকেটটির কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। সুন্দরভাবে পরে এটি বসে পড়েছে নির্ধারিত জায়গায়। ফলে খরচও বেঁচে গেছে অনেক। ভবিষ্যতে রকেট উৎক্ষেপণে খরচ অনেকটাই কমানো যাবে এই পদ্ধতিতে। রকেট উৎক্ষেপণের ২ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড পরে রকেট থেকে বুস্টার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর উৎক্ষেপণের প্রায় ৭ মিনিট পরে বুস্টারটি যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের বোকা চিকা অঞ্চলের লঞ্চপ্যাডে ফিরে আসে। ফিরে আসার সময় বুস্টারের গতি কমানো হয়, যাতে বিস্ফোরণ না ঘটে। এরপর ধীরে ধীরে ৪৮০ ফুট লম্বা ল্যান্ডিং টাওয়ারের কাছে আসে বুস্টারটি। তখন ল্যান্ডিং টাওয়ারটি যান্ত্রিক হাতের সাহায্যে বুস্টারটি ধরে ফেলে। যেন কোনো ফিল্ডার ক্যাচ ধরল! স্পেসএক্সের প্রকৌশলীরা মনে করছেন, এ দিনটি ইতিহাসের পাতায় লিখে রাখার মতো। প্রতিষ্ঠানটির কোয়ালিটি সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যবস্থাপক কেট টাইস বলেছেন, ‘এটা নিছক পাগলামি। প্রথমবারের চেষ্টায় আমরা সফলভাবে সুপার বুস্টারটি ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। মানবজাতির জন্য এটা ঐতিহাসিক এক দিন।’ এই রকেটটি দ্রুত পুনরায় ব্যবহার করা যায়। অত্যন্ত শক্তিশালীও বটে। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে (আনুমানিক) আর্টেমিস ৩ মিশনে ফের চাঁদে নামবে মানুষ। সেই মিশনে ব্যবহৃত হবে এই স্টারশিপ রকেট। এ ছাড়া শিগগিরই মঙ্গলযাত্রা করার ইচ্ছাও রয়েছে ইলন মাস্কের। এর গুরুত্ব পাঠক হয়তো ইতিমধ্যেই বুঝতে ফেলেছেন। একটি হলো, এর মাধ্যমে বুস্টার নতুন করে বানানোর খরচ বেঁচে যাচ্ছে। আবার বুস্টার সাগরে নামলে সেখান থেকে লঞ্চপ্যাডে বয়ে আনার যে খরচ, বেঁচে যাচ্ছে তাও। তা ছাড়া স্টারশিপ মূলত তৈরি করা হয়েছে চাঁদ ও মঙ্গল গ্রহে বসতি স্থাপনে সহায়তার জন্য। আর চাঁদে বা মঙ্গলে সাগর বা এরকম কোথাও বুস্টার ফেলা বা সমতল লঞ্চপ্যাড বানানোর সমস্যা থেকে চিরস্থায়ীভাবে মুক্তি মিলল এ সমাধানের কল্যাণে। হ্যাঁ, এর মানেটা হলো, কোনো গ্রহ বা উপগ্রহে একবার এরকম লঞ্চপ্যাড ও রোবটিক বাহু বসিয়ে দিলেই হলো। এরপর সেসব জায়গায় গিয়ে অবতরণের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা অনেকখানিই কমে যাবে মানুষের। এই রকেটটি দ্রুত পুনরায় ব্যবহার করা যায়। অত্যন্ত শক্তিশালীও বটে। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে (আনুমানিক) আর্টেমিস ৩ মিশনে ফের চাঁদে নামবে মানুষ। সেই মিশনে ব্যবহৃত হবে এই স্টারশিপ রকেট। এ ছাড়া শিগগিরই মঙ্গলযাত্রা করার ইচ্ছাও রয়েছে ইলন মাস্কের। বলা চলে, এসব লক্ষ্য সামনে রেখেই এসব পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। এটা ছিল স্টারশিপের পঞ্চম পরীক্ষা। এর আগে ২০২৩ সালের এপ্রিল ও নভেম্বরে এবং চলতি বছর মার্চ ও জুনে মোট ৪ বার পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। তবে বুস্টার শূন্যে লুফে নেওয়ার প্রচেষ্টা এবারই প্রথম। স্পেসএক্সের এই সফলতা তাই আশা জাগাচ্ছে। সূত্র: স্পেস ডট কম

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সম্পূর্ণ হওয়ার পথে ভৈরবী-সাইরাং রেল প্রকল্পের কাজ, মিজোরাম পর্যন্ত বাধাহীন রেল সংযোগ প্রদান

মালিগাঁও, ১৮ অক্টোবর, ২০২৪: বিভিন্ন নতুন রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের কাজ সম্পাদনের দ্বারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির রূপান্তরের ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলওয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। ভৈরবী-সাইরাং নতুন রেল লাইন প্রকল্পটি এমন একটি প্রকল্প যা উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মিজোরামের রাজধানীর সাথে দেশের অন্যান্য অংশকে সংযুক্ত করবে, এবং এটি সম্পূর্ণ হওয়ার শেষ পর্যায়ে। ভৈরবী ও সাইরাঙের মধ্যে ৫১.৩৮ কিমি নতুন রেলওয়ে লাইনটি চারটি সেকশনে বিভক্ত করা হয়েছে, এগুলি হলো যথাক্রমে ভৈরবী-হর্তকি, হর্তকি-কাওনপুই, কাওনপুই-মুয়ালখাং এবং মুয়ালখাং-সাইরাং। ১৭.৩৮ কিমি দৈর্ঘের ভৈরবী-হর্তকি সেকশনটি জুলাই, ২০২৪ তারিখে সম্পূর্ণ হয় ও চালু করা হয় এবং ২০২৪-এর আগস্ট থেকে ট্রেন পরিষেবা চালু হয়। এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে মিজোরামের মানুষের জন্য যোগাযোগ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা ঘটবে। সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ অনুকূল এই রেলওয়ে পরিষেবাটি রাজ্যের প্রায় সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজে এক ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

কঠিন ভূখণ্ডে নির্মীয়মাণ ভৈরবী-সাইরাং রেলওয়ে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ৪৮টি টানেল। এই প্রকল্পে টানেলের মোট দৈর্ঘ হলো ১২৮৫৩ মিটার, যার মধ্যে ইতিমধ্যে ১২৮০৭ মিটার টানেলের কাজ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রকল্পটিতে মোট ৫৫টি মেজর ব্রিজ এবং ৮৭টি মাইনোর ব্রিজ রয়েছে। প্রকল্পটির সবচেয়ে উঁচু পিয়ার অর্থাৎ সাইরাং স্টেশনে প্রবেশের সময় ১৯৬নং. ব্রিজের পিয়ার পি-৪ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এই পিয়ারের উচ্চতা ১০৪ মিটার, যা কুতুব মিনারের তুলনায় ৪২ মিটার উঁচু। এছাড়াও প্রকল্পটিতে ৫টি রোড ওভার ব্রিজ এবং ৬টি রোড আন্ডার ব্রিজ রয়েছে।

প্রকল্পটির অধীনে রয়েছে চারটি স্টেশন যথাক্রমে হর্তকি, কাওনপুই, মুয়ালখং এবং সাইরাং। এই প্রকল্পটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে মিজোরামে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত ও দীর্ঘকালীন বর্ষার জন্য খুব কম কাজের সময়, গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে খুব কঠিন ও পাহাড়ি ভূ-খণ্ড, নিম্নমানের প্রবেশযোগ্যতা, নির্মাণ উপকরণ ও দক্ষ শ্রমিকের অভাবের মতো একাধিক প্রত্যাহ্বান সত্ত্বেও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই প্রকল্পটি দ্রুত চালু করার প্রতিশ্রুতি পূরণে সমস্ত প্রচেষ্টা করেছে।

নতুন এই রেল প্রকল্পটি মিজোরামের জনগণকে উন্নত সংযোগ ব্যবস্থা প্রদান করার পাশাপাশি অঞ্চলটিতে ক্ষুদ্র মাপের শিল্প বিকাশে সাহায্য করবে এবং রাজ্যের পর্যটন শিল্পকেও উৎসাহিত করবে। এই প্রকল্পটি স্থানীয় জনগণের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য পাহাড়ি রাজ্যটিতে যাত্রী ও বিভিন্ন উপকরণ তথা সামগ্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যয়ের হার যথেষ্ট হ্রাস করটা নিশ্চিত করবে। মিজোরামের রাজধানী এবং অসমের নিকটবর্তী স্থানগুলির মধ্যে ভ্রমণের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস হবে। এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ দেশের দূর দূরান্ত অঞ্চলে যাওয়ার সুবিধা লাভ করবেন এবং অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর বাধাহীন সরবরাহ লাভ করবেন।

পরিচালকের প্রয়াণে শোকবার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): কলকাতার সমাজকর্মী, বিশিষ্ট পুজোকর্তা এবং চলচ্চিত্র পরিচালক দেবকুমার বসুর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীমমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী শুক্রবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, "শিবমন্দির দুর্গাপূজার স্তম্ভ দেবকুমার বসুর মৃত্যুতে আমি শোকাহত। দেবকুমারবাবু নিজে একজন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ছিলেন। কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর দেবাশিস বোসের বাবা দেবকুমার একটি বিশিষ্ট বংশের এবং একটি সংস্কৃতিবান পরিবেশের শরিক ছিলেন। আমার প্রতি তাঁর গভীর টান ছিল। আমি সত্যিই তাঁকে হারালাম। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।"

প্রসঙ্গত, বাংলা নয়, মণিপুরকে ছবির প্রথম স্বাদ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তার জন্য দীর্ঘ লড়াই করেছিলেন দেবকুমার। প্রথমে অসম, সেখানে গিয়ে অনেক কষ্টে বানিয়েছিলেন প্রথম ছবি সংগ্রাম। যে ছবি সকলের মাঝে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এরপর তাঁর নজর যায় মণিপুরে। সেখানে তখনও কোনও ছবি তৈরি হয়নি। যে জায়গায় কেউ ছবির জগত সম্পর্কে ধারণা ছিলনা, জানতেন না অভিনয়, ক্যামেরা কোনও কিছুই। সেই মণিপুরেই একটা সময় নিজের ছবি তৈরি করেছিলেন দেবকুমার। টালমাটাল পরিস্থিতি, যুদ্ধ, বিদ্রোহ তখন দিকে দিকে। দীর্ঘ অপেক্ষা, দীর্ঘ পথচলার পর মুক্তি পায় 'মাতামগি' মণিপুর অর্থাৎ 'আজকের মণিপুর'।

একদিনের প্রতীকী অনশনে কলকাতা পুরনিগমের চিকিৎসকরা

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): শুক্রবার একদিনের প্রতীকী অনশন করলেন কলকাতা পুরনিগমের চিকিৎসকরা। পুর কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবি না-মানার প্রতিবাদে এই কর্মসূচি।

রেড রোডের পুজো কার্নিভালে আর জি কর-প্রতিবাদ তুলে ধরায়, চিকিৎসক তপোব্রত রায়কে গ্রেফতার করেছিল ময়দান থানার পুলিশ। সেই ঘটনায় তিনদফা দাবি রাখা হয়েছিল কেএমসি'র চিকিৎসকদের তরফে। ৪৮ ঘণ্টা পরেও সেই দাবি পূরণ না-হওয়ায় শুক্রবার একদিনের প্রতীকী অনশনে গেলেন তাঁরা ।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার কার্নিভাল চলাকালীন কর্মরত চিকিৎসক তপোব্রত রায়কে গ্রেফতার করে ময়দান থানার পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য ১৭০ ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়। পরবর্তী সময়ে থানা থেকেই ব্যক্তিগত মুচলেকায় জামিন পান ওই চিকিৎসক। সেই ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতা পুরনিগম কর্তৃপক্ষের কাছে তিনদফা দাবি পেশ করেছিলেন চিকিৎসকরা । পুরনিগমের কমিশনার ধবল জৈন এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুব্রত রায় চৌধুরীকে একটি ইমেল করেন তাঁরা ।

দাবিগুলি ছিল, গোটা ঘটনার নিন্দা করে কেএমসি-র সোশাল মিডিয়া পেজে তা পোস্ট করতে হবে। চিকিৎসক তপোব্রত রায়কে গ্রেফতারের জন্য কলকাতা পুলিশকে দুঃখপ্রকাশ করতে হবে দাবি করে কলকাতা পুরনিগম পুলিশকে একটি চিঠি দেবে। আর কেএমসি'র তরফে ওই চিকিৎসককে আইনি সহায়তা দিতে হবে ।

কলকাতা পুরনিগমের চিকিৎসকদের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, পুর কমিশনার এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ইমেল গ্রহণ করলেও, কোনও জবাব দেননি। এমনকি ইমেলের তিনদফা দাবিকে কার্যকরও করেননি। ওই ইমেলে কেএমসি-কে ৪৮ ঘণ্টার সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় অতিক্রান্ত হতেই, বৈঠকে বসেন চিকিৎসকরা। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ১৪৪টি ওয়ার্ডের চিকিৎসক শুক্রবার দিনভর প্রতীকী অনশন করবেন বুকে ব্যাজ লাগিয়ে ।সঙ্গে ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে রোগী পরিষেবাও দেবেন তাঁরা ।

CORRIGENDUM

Please read the name of the following disciplines and age limit instead of the name of disciplines and age limit as occurred in the Employment Advertisement issued vide No.F.1(6- 23)-DYAS/ Estt./2023(PART) dated 9th October, 2024.

Sl. No.	Name of the discipline against the post of Asstt. Coach, Group-C	Name of the discipline against the post of Junior Coach, Group-C
1	All approved Games of the Indian Olympic Association and Tripura Sports Council	All approved Games of the Indian Olympic Association and Tripura Sports Council
2	Age Limit :- More than 18 years and less than 42 years instead of More than 18 years and less than 40 years	Age Limit :- More than 18 years and less than 42 years instead of More than 18 years and less than 40 years

Further, "FIDE Arbiter / National Arbiter in Chess" is included in the Qualification and experience against the post of Assistant Coach, Group-C. Other contents will remain unchanged.
ICA/D/1094/24

Director
Youth Affairs & Sports
Government of Tripura

NOTICE INVITING e-TENDER

Directorate of Tribal Welfare, Government of Tripura invites electronic bids through e-Procurement Portal of Government of Tripura (https://tripuratenders.gov.in) from the eligible registered Agencies/ Firms for providing Manpower for Housekeeping Service (Sweeping & Cleaning, Unskilled) & Cook /Kitchen Staff (High Skill) for Tribal Welfare Department, Govt. of Tripura at Gurkhabasti, Agartala, West Tripura. Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from https://tripuratenders.gov.in. Last Date of submission of the e-Tender: 30/10/2024 at 04:30 P.M.
ICA/C/2065/24

(Subhasis Das, TCS, SSG) Director of Tribal Welfare, Government of Tripura

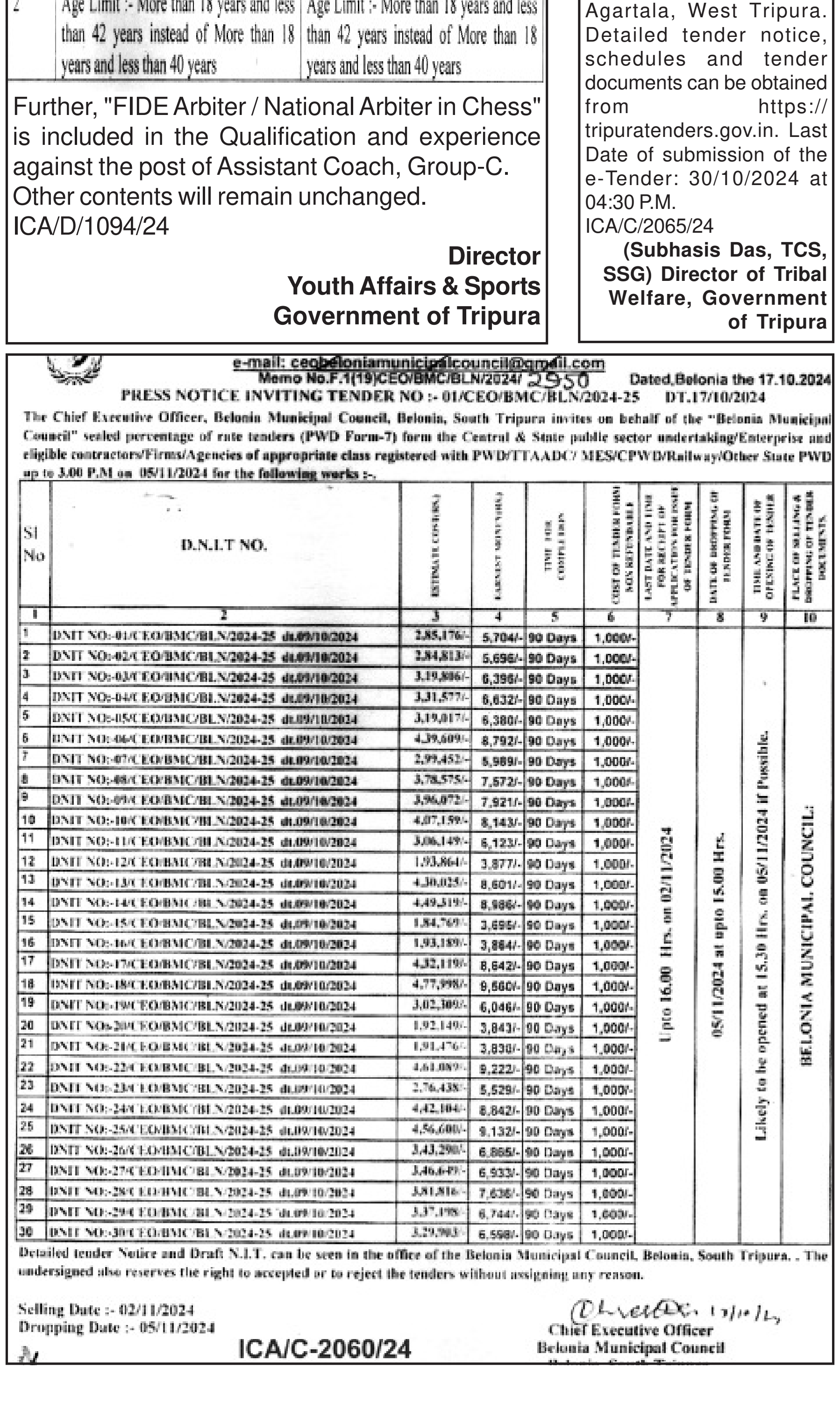

e-mail: ceobeloniamunicipalcouncil@gmail.com
Memo No.F.1(19)CEO/BMC/BLN/2024/ 2950 Dated,Belonia the 17.10.2024

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO :- 01/CEO/BMC/BLN/2024-25 DT.17/10/2024

The Chief Executive Officer, Belonia Municipal Council, Belonia, South Tripura invites on behalf of the "Belonia Municipal Council" sealed percentage of rate tenders (PWD Form-7) form the Central & State public sector undertaking/Enterprise and eligible contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M on 05/11/2024 for the following works :-.

Sl No	D.N.I.T NO.	ESTIMATE COST(RS.)	EARNEST MONEY(RS.)	TIME FOR COMPLETION	COST OF TENDER FORM NON REFUNDABLE	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	DATE OF DROPPING OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SELLING & DROPPING OF TENDER DOCUMENTS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DNIT NO:-01/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	2,85,176/-	5,704/-	90 Days	1,000/-	Upto 16.00 Hrs. on 02/11/2024	05/11/2024 at upto 15.00 Hrs.	Likely to be opened at 15.30 Hrs. on 05/11/2024 if Possible.	BELONIA MUNICIPAL COUNCIL
2	DNIT NO:-02/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	2,84,813/-	5,696/-	90 Days	1,000/-				
3	DNIT NO:-03/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	3,19,806/-	6,396/-	90 Days	1,000/-				
4	DNIT NO:-04/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	3,31,577/-	6,632/-	90 Days	1,000/-				
5	DNIT NO:-05/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	3,19,017/-	6,380/-	90 Days	1,000/-				
6	DNIT NO:-06/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	4,39,609/-	8,792/-	90 Days	1,000/-				
7	DNIT NO:-07/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	2,99,452/-	5,989/-	90 Days	1,000/-				
8	DNIT NO:-08/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	3,78,575/-	7,572/-	90 Days	1,000/-				
9	DNIT NO:-09/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	3,96,072/-	7,921/-	90 Days	1,000/-				
10	DNIT NO:-10/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	4,07,159/-	8,143/-	90 Days	1,000/-				
11	DNIT NO:-11/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	3,06,149/-	6,123/-	90 Days	1,000/-				
12	DNIT NO:-12/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	1,93,864/-	3,877/-	90 Days	1,000/-				
13	DNIT NO:-13/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	4,30,025/-	8,601/-	90 Days	1,000/-				
14	DNIT NO:-14/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	4,49,319/-	8,986/-	90 Days	1,000/-				
15	DNIT NO:-15/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	1,84,769/-	3,695/-	90 Days	1,000/-				
16	DNIT NO:-16/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	1,93,189/-	3,864/-	90 Days	1,000/-				
17	DNIT NO:-17/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	4,32,119/-	8,642/-	90 Days	1,000/-				
18	DNIT NO:-18/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	4,77,998/-	9,560/-	90 Days	1,000/-				
19	DNIT NO:-19/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	3,02,309/-	6,046/-	90 Days	1,000/-				
20	DNIT NO:-20/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	1,92,149/-	3,843/-	90 Days	1,000/-				
21	DNIT NO:-21/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	1,91,476/-	3,830/-	90 Days	1,000/-				
22	DNIT NO:-22/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	4,61,089/-	9,222/-	90 Days	1,000/-				
23	DNIT NO:-23/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	2,76,438/-	5,529/-	90 Days	1,000/-				
24	DNIT NO:-24/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	4,42,104/-	8,842/-	90 Days	1,000/-				
25	DNIT NO:-25/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	4,56,600/-	9,132/-	90 Days	1,000/-				
26	DNIT NO:-26/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	3,43,290/-	6,866/-	90 Days	1,000/-				
27	DNIT NO:-27/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	3,46,649/-	6,933/-	90 Days	1,000/-				
28	DNIT NO:-28/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	3,81,816/-	7,636/-	90 Days	1,000/-				
29	DNIT NO:-29/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	3,37,198/-	6,744/-	90 Days	1,000/-				
30	DNIT NO:-30/CEO/BMC/BLN/2024-25 dt.09/10/2024	3,29,903/-	6,598/-	90 Days	1,000/-				

Detailed tender Notice and Draft N.I.T. can be seen in the office of the Belonia Municipal Council, Belonia, South Tripura. . The undersigned also reserves the right to accepted or to reject the tenders without assigning any reason.

Selling Date :- 02/11/2024
Dropping Date :- 05/11/2024

ICA/C-2060/24

Chief Executive Officer
Belonia Municipal Council

উপনির্বাচনের মনোনয়ন শুরুর প্রথমদিনে তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্রে জমা পড়েনি কোনও মনোনয়নপত্র

বাঁকুড়া, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : আগামী ১৩ নভেম্বর জেলার তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্রে উপ নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারে রাজনৈতিক দলগুলো এখনও সেভাবে প্রচারে না নামলেও ভোট প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এজন্য মহকুমা শাসকের দফতরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। শুক্রবার ছিল মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার প্রথম দিন। কিন্তু প্রথমদিনে কোনও মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি।রাজ্যে যে ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম বাঁকুড়ার তালডাংরা। এই কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন তৃণমূলের দাপুটে নেতা তথা দলের বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরূপ চক্রবর্তী। তিনি গত নির্বাচনে সাংসদ নির্বাচিত হওয়ায় এই আসনটি শূন্য হয়। এখনও পর্যন্ত কোনও দলই প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি। তাই প্রার্থীর নামের জায়গা ফাঁকা রেখেই দেওয়াল লিখন শুরু করে দিয়েছে তৃনমূল। মনোনয়নের সময় অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে মহকুমা শাসকের দফতর এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। দফতরের ভিতরে মোতায়েন করা হয়েছে পর্যাপ্ত পুলিশ কর্মী। এবার মনোনয়ন পর্বে নিরাপত্তা ব্যবস্থার এতটাই কড়াকড়ি হয়েছে যে মহকুমা শাসকের দফতরে বিভিন্ন কাজে আসা ব্যক্তিদের পরিচয় নিশ্চিত হয়েই পুলিশ কর্মীরা ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছেন।

এমএসএমই'র যুগ : শিকড়কে লালন করা

শ্রীমতী শোভা করন্দলাজে
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী,
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং
শ্রম ও কর্মসংস্থান

বর্তমান সময়ে, বিশ্ব একটি প্রযুক্তিগত ভবিষ্যতের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশ্বব্যাপী আখ্যানের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেমন বিকশিত ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই মত আমাদের যুবকদের জন্য, বিশেষত ঐতিহ্যগতভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তথা এসসি / এসটি সম্প্রদায়, মহিলা, দিব্যাঙ্গজন, প্রাক্তন সৈনিক এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত নাগরিকদের অনুপ্রাণিত করার বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়েছেন। শিল্পোদ্যোগ ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির দৃষ্টিভঙ্গি নিছক ব্যবসায়িক সৃষ্টির বাইরেও অনেক বেশি সম্প্রসারিত। এটি বেকারত্ব মোকাবেলার জন্য একটি কৌশলগত পদ্ধতির প্রতিফলন ঘটায় এবং একই সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং তৃণমূল পর্যায়ের উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে। এর পাশাপাশি, ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের ঘোষণার সাথে এমএসএমই খাতে খুশির জোয়ার বিরাজ করছে, যা দিয়ে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য জামানতবিহীন ঋণে ১০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যাচ্ছে। তা দিয়ে সরাসরি সাশ্রয়ী মূল্যের ঋণ প্রাপ্তির মত জটিল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এবং উন্নত প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করা সহ উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য ব্যবসার ক্ষমতায়ন সম্ভব হচ্ছে। ঋণের এই গণতান্ত্রিকীকরণ বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র এবং উদীয়মান ব্যবসাকে উপকৃত করছে। এই ব্যবসাগুলিই মূল স্তরের উদ্ভাবনকে চ্যানেল করবে এবং সম্পদ সৃষ্টির দ্রুত ট্রিকল-ডাউন প্রভাব সরবরাহ করবে।

এ বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট চাপের সময়কালে ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করেছে, যা সরকার কর্তৃক-গ্যারান্টিযুক্ত অর্থ তহবিল কর্তৃক সমর্থিত, সেই সাথে যা ব্যবসাকে অনুৎপাদনশীল সম্পদ হওয়া থেকে রোধ করতে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। ''তরুণ'' বিভাগের অধীনে শিল্পোদ্যোগীদের জন্য মুদ্রা ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ করে ২০ লক্ষ টাকা করার সিদ্ধান্ত যথেষ্ট উৎসাহ ব্যাঞ্জক, যা ব্যবসার বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে উৎসাহিত করে। ট্রেড রিসিভেবলস ডিসকাউন্টিং সিস্টেম (টিআরইডিএস) এর সম্প্রসারণ, হ্রাসকৃত টার্নওভার এর সীমা এবং প্রসারিত যোগ্যতা সহ, এমএসএমইগুলির জন্য নগদ অর্থ এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করে। তিন বছরের মধ্যে সমস্ত বড় এমএসএমই ক্লাস্টারগুলিতে সিডবি শাখাগুলির পরিকল্পিত সম্প্রসারণ স্থানীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তথা আর্থিক পরিষেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। তদুপরি, ৫০টি মাল্টি-প্রোডাক্ট ফুড ইরেডিয়েশন ইউনিট এবং ১০০টি এনএবিএল-স্বীকৃত ফুড কোয়ালিটি অ্যান্ড সেফটি টেস্টিং ল্যাব প্রতিষ্ঠার ফলে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতকে উল্লেখযোগ্যভাবে উৎসাহিত করবে, পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন বাজারের সুযোগ উন্মুক্ত হবে।

পি মোডে ই-কমার্স এক্সপোর্ট হাব তৈরি করা আরেকটি অগ্রগামী চিন্তার উদ্যোগ, যা এমএসএমই এবং ঐতিহ্যবাহী কারিগরদের আরও সহজে বিশ্ব বাজারের সুবিধা গ্রহণ করতে সক্ষম করে এবং ডিজিটাল রূপান্তর এবং আন্তর্জাতিক প্রবৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে সহায়ক হচ্ছে। আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান খাতে নতুনদের সরাসরি বেনিফিট ট্রান্সফার হিসাবে এক মাসের বেতন দেওয়া ''ফার্স্ট টাইমারস'' প্রকল্প থেকে শুরু করে প্রায় ২১০ লক্ষ তরুণ কর্মীকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে, উৎপাদন খাতে নতুন কর্মী নিয়োগের জন্য প্রণোদনা, প্রথম চার বছরে নিয়োগকর্তা এবং কর্মচারী উভয়ের জন্য ইপিএফও অবদান অন্তর্ভুক্ত করে, ৩০ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হয়েছেন। সরকার রক্ষাকবচগুলিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিচ্ছে এবং যুবকদের তাদের অপার সম্ভাবনা দিয়ে ভারতের অগ্রগতির ইঞ্জিনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করছে। এর পাশাপাশি, ৫০ লক্ষ নতুন শ্রমিকের কর্মসংস্থানকে লক্ষ্য করে নিয়োগকর্তাদের কল্যাণকেও বিবেচনায় রাখা হচ্ছে। এই স্কিমটি নিয়োগকর্তাদের প্রতি মাসে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উপার্জনকারী প্রত্যেকটি অতিরিক্ত কর্মচারীর জন্য দুই বছরের জন্য মাসিক ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত পরিশোধ করছে। সরকার কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হোস্টেল এবং ক্রেশ স্থাপনের জন্য শিল্পের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে একটি সমন্বিত পদক্ষেপ নিচ্ছে, পাশাপাশি বিশেষ দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচি এবং মহিলাদের নেতৃত্বাধীন স্বনির্ভর গোষ্ঠী (এসএইচজি) উদ্যোগের জন্য বাজারে প্রবেশাধিকার সরবরাহ করছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অনুসরণে, শিল্প ও একাডেমিয়ার মধ্যে সহযোগিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, বিশেষত এমএসএমইগুলির বিকাশের ক্ষেত্রে। এই গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রক এমএসএমই চ্যাম্পিয়ন্স স্কিমের অধীনে এমএসএমই উদ্ভাবনী প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, যার লক্ষ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এমএসএমই খাতের মধ্যে শক্তিশালী সংযোগ গড়ে তোলা। অন্যদিকে, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি জ্ঞান এবং উদ্ভাবনের কেন্দ্র হলেও কখনও কখনও বাস্তব-বিশ্বের প্রেক্ষাপটে তাদের প্রয়োগ প্রসঙ্গের অভাব রয়েছে। এমএসএমই ইনোভেটিভ স্কিম এই ব্যবধানটি পূরণ করে, একটি সিম্বিওটিক সম্পর্ক তৈরি করে যা উভয় খাত এবং সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর অর্থনীতিকে উপকৃত করে। এই প্রকল্পের পদ্ধতি বহুমুখী। ইনকিউবেশন কম্পোনেন্টের অধীনে হোস্ট ইনস্টিটিউট হিসাবে ৬৯৭টি একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততা এই প্রকল্পের ব্যাপক গ্রহণ এবং সম্ভাব্য প্রভাবের একটি প্রমাণ। এই সহযোগিতার অন্যতম মূল লক্ষ্য হ''ল শিক্ষার্থী এবং এমএসএমই কর্মীদের মধ্যে শিল্প দক্ষতা বাড়ানো। এই দক্ষতা বিকাশ এমন একটি কর্মী বাহিনী তৈরি করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা কেবল শিক্ষাগতভাবেই যোগ্য নয়, শিল্পের জন্যও প্রস্তুত। শিক্ষার্থীদের জন্য, এটি বাস্তব-বিশ্বের ব্যবসায়িক চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগগুলির জন্য অমূল্য এক্সপোজার সরবরাহ করে। এমএসএমইগুলির জন্য, এটি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং সর্বশেষ একাডেমিক গবেষণার সুবিধা সরবরাহ করে, সম্ভাব্যভাবে তাদের পরিচালনগত চ্যালেঞ্জগুলির জন্য উদ্ভাবনী সমাধানের দিকে নিয়ে যায়। আজ পর্যন্ত আমরা গত ১০ বছরে ১৭ কোটি কর্মসংস্থানের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখেছি। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (আরবিআই) প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, ২০১৪-১৫ সালে যেখানে ৪৭.১৫ কোটি কর্মসংস্থান হয়েছিল সেই তুলনায় ২০২৩-২৪ সালে দেশে কর্মসংস্থান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৪.৩৩ কোটি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে, আমরা এমন একটি ভারতের জন্য বিশাল পদক্ষেপ নিয়েছি যেখানে বিকাশ প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে এবং প্রতিটি আত্মার জীবনকে স্পর্শ করে, বিশ্বগুরু হওয়ার আদর্শের দিকে সম্মিলিত শক্তিকে একত্রিত করছে। কোনও সন্দেহ নেই যে আমরা এমন এক নবজাগরণের যুগের দিকে এগিয়ে চলেছি যা আমাদের বিকশিত ভারতের স্বর্ণযুগে নিয়ে যাবে।

মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসককে ফের তলব

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): আর জি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক অপূর্ব বিশ্বাসকে শুক্রবার আবার তলব করে সিবিআই। সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেন তিনি। আর জি করের ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক নিহত তরুণী চিকিৎসকের দেহের ময়নাতদন্ত করেছিলেন। অপূর্ববাবুকে এর আগে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

আর জি করের ঘটনার পর কেন সেই হাসপাতালেই তড়িঘড়ি চিকিৎসকের দেহের ময়নাতদন্ত করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। দ্রুত দেহ দাহ করে ফেলা হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যে দু'জনকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে তারা। আগেই পুলিশ গ্রেফতার করেছিল মূল অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে। কিছু দিন আগে ঘটনার চার্জশিটে সিবিআই দাবি করেছে, মূল অভিযুক্ত এক জনই। এই আবহে ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসককে আবার ডাকা হল সিজিওতে।

লক্ষ ন্ট্রে গীতা পাঠের আসর বসছে শিলিগুড়ির কাওয়াখালি''তে

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি. স.) : সনাতন সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে লক্ষ ন্ট্রে গীতা পাঠের আসর বসছে এবার শিলিগুড়িতে। আগামী ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখ, রবিবার পূর্ণিমা তিথি''তে হবে গীতা পাঠ। শুক্রবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বামী নির্গুণানন্দ মহারাজ তা বিশদে জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, এই প্রথম সনাতন পরম্পরার জাগরণে লক্ষ ন্ট্রে গীতা পাঠের সুবর্ণ সুযোগ। দক্ষিণবঙ্গের পর এবার উত্তরবঙ্গে। সনাতনীদের যোগ দিতে আহ্বান জানান তিনি। ধর্মনগরী শিলিগুড়ির উপন্ট্রে কাওয়াখালিতে। বিশ্ব বাংলা শিল্প হাট পার্শবর্তী ময়দানে হবে। এ নিয়ে ইতিমধ্যেই পুলিশের অনুমতি পাওয়া গিয়েছে।

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites sealed quotation for printing of Photo Electoral Roll of Sadar Sub-Division, West Tripura in connection with forthcoming Special Summary Revision of Photo Electoral Roll w.r.t 01-01-2025 from the bonafide Printing Agency of Tripura.

Sl No.	Name of Work/description	Brand /quality	Approximate quantity of works
1	Printing of Photo Electoral Roll from the pdf file in both-side	A4 75 GSM paper	2 lakh copies (Approx.)

The stated sealed quotation should be dropped in the Tender Box kept in the office Chamber of the Sub-Divisional Magistrate, Sadar, West Tripura latest by 22/10/2024 (except Govt. holidays) up to 3:00 PM (office hours and days only).
The Terms and Conditions and details of the Quotation can be seen in the Notice Board of this office.
ICA/C- 2075/24

(M. L Das, TCS)
Electoral Registration Officer
(Sub-Divisional Magistrate) Sadar, West Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 18/EE/SNM/PWD/2024-25, Dt: 05/10/2024.

The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura. Sepahijala. Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 28/10/2024 for the following werks:

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	28/CE/PWD (R&B)/SE(P&DU) /2024-25.	Rs. 4,48,14,555.00	Rs. 8,96,291.00	300 Days

For more tender details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-2071/24

(Er. D. Debbarma)
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B) Sonamura,
Sepahijala. Tripura

কাজের সন্ধান

পরীক্ষা ছাড়াই রেলে চাকরির লক্ষ্যে ৮,১৮১ জন এপ্রেন্টিস

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, মোট শূন্যপদ এই মুহূর্তে প্রায় ১২,০০০ হলেও পশ্চিম রেলওয়েতে ৫,০৬৬টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৫ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ অক্টোবর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কললেটারে জানানো হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে বা পশ্চিম রেলের যে-কোনও একটি ক্লাস্টারের উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন পশ্চিম রেল-এর জন্য ২২ অক্টোবর-এর মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২২ অক্টোবর। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে ‘এপ্রেন্টিস’ ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে ‘হাই/হ্যালো’ লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ‘কর্মবার্তা’ অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১২,০০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ২২-১০-২০২৪-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন ‘ইন্ডিয়ান রেলওয়ে’র ওয়েব সাইটে, ‘এপ্রেন্টিস’ ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর -আর.আর.সি./ ডব্লিও.আর/০৩/ ২০২৪ তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪। ক্লাস্টার ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — মুম্বাই ডিভিশনে মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টে মোট শূন্যপদ ৩৪০টি। এর মধ্যে এসসি’র জন্য ৫২টি, এসটি’র জন্য ২৭টি, ওবিসি’র জন্য ৯১টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩৪টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১৩৮টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ১৬টি পদ শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১০টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। একইভাবে মুম্বাই ডিভিশনে ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টে মোট শূন্যপদ ৩০৪টি। এর মধ্যে এসসি’র জন্য ৪৫টি, এসটি’র জন্য ২২টি, ওবিসি’র জন্য ৮৩টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩২টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১২২টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ১২টি পদ শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৯টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। মুম্বাই ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে মোট শূন্যপদ ১৭৫টি। এর মধ্যে এসসি’র জন্য ২৭টি, এসটি’র জন্য ১৩টি, ওবিসি’র জন্য ৪৮টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১৯টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৬৮টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৯টি পদ শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৪টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। মুম্বাই ডিভিশনে টিএমসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে মোট শূন্যপদ ১৬টি। এর মধ্যে এসসি’র জন্য ২টি, ওবিসি’র জন্য ৪টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৮টি পদ অসংরক্ষিত। মুম্বাই ডিভিশনে ব্রীজ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে মোট শূন্যপদ ১৩টি। এর মধ্যে এসসি’র জন্য ১টি, এসটি’র জন্য ১টি, ওবিসি’র জন্য ৪টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৬টি পদ অসংরক্ষিত। পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টে মোট শূন্যপদ ৩৭টি। এর মধ্যে এসসি’র জন্য ৫টি, এসটি’র জন্য ৩টি, ওবিসি’র জন্য ১০টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৪টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১৫টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি পদ শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। বদোদরা ডিভিশনে মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টে মোট শূন্যপদ ১৩৯টি। এর মধ্যে এসসি’র জন্য ১৯টি, এসটি’র জন্য ৯টি, ওবিসি’র জন্য ৪০টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১২টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৫৯টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৭টি পদ শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৪টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। একইভাবে বদোদরার ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টে মোট শূন্যপদ ২০৮টি। এর মধ্যে এসসি’র জন্য ৩১টি, এসটি’র জন্য ১৬টি, ওবিসি’র জন্য ৫৫টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২১টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৮৫টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৭টি পদ শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৫টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে মোট শূন্যপদ ১৫০টি। এর মধ্যে এসসি’র জন্য ২৩টি, এসটি’র জন্য ১৩টি, ওবিসি’র জন্য ৪০টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১৬টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৫৮টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৭টি পদ শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৫টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টে মোট শূন্যপদ ৩৪টি। এর মধ্যে এসসি’র জন্য ৫টি, এসটি’র জন্য ২টি, ওবিসি’র জন্য ৯টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১৫টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি পদ শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। অন্যান্য ক্লাস্টারের ট্রেড ও ক্যাটেগরী অনুযায়ী শূন্যপদের বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগঅন করে দেখে নিতে হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * কেন্দ্রীয় স্কুলের জন্য **নোডাল অফিসার, এডভাইজর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,৫০৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে ‘হাই/হ্যালো’ লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ‘কর্মবার্তা’ অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* নাবার্ড-এ **অফিস এটেন্ড্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ অক্টোবর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় বিভিন্ন দপ্তরে **এক্সপার্ট সেক্টর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমএসসি, এমবিএ পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটার ডাউনলোড করে জেনে নিতে হবে।

* বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরে **ফার্মাসিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৩৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডি. ফার্মা, বি. ফার্মা পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ অক্টোবর, পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে কেবিনেট সেক্রেটারিয়েটে **ডেপুটি ফিল্ড অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে ইএসআইসি-তে **টিচিং ফ্যাকাল্টি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ অক্টোবর, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫,০৬৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ অক্টোবর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩,১১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ অক্টোবর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* শিপ-ইয়ার্ডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ অক্টোবর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে প্রাইভেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস, সুপারভাইজর, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগরতলায় ‘রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ’ বা ‘জব-ফেয়ার’-এর মাধ্যমে নিয়োগ হবে। শূন্যপদ ঃ ১৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন), আগরতলায় নির্দিষ্ট স্থানে জব-ফেয়ার অর্থাৎ ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ বা সরাসরি সাক্ষাৎকার ২৪ অক্টোবর।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ, বিসিএ, বিই, বিটেক ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা স্নাতক পাশ, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ অক্টোবর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ওএনজিসি-তে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ ২৩টি শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় রেলে **এনটিপিসি, কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩,৪৪৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কোলফিল্ডে **এপ্রেন্টিস, সিকিউরিটি গার্ড** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯০২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ অক্টোবর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কোলফিল্ডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩১৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ অক্টোবর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এইমস-এ **সিনিয়র রেসিডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমডি, এমএস পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **নোডাল অফিসার, এডভাইজর (কেন্দ্রীয় স্কুল),**
শূন্যপদ ঃ ১,৫০৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অফিস এটেন্ড্যান্ট (নাবার্ড)**
শূন্যপদ ঃ ১০৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ অক্টোবর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৪০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এক্সপার্ট সেক্টর (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমএসসি, এমবিএ পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটার ডাউনলোড করে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ফার্মাসিস্ট (স্বাস্থ্য দপ্তর, বহিঃরাজ্য)**
শূন্যপদ ঃ ৬৩৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডি. ফার্মা, বি. ফার্মা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ অক্টোবর,
পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ডেপুটি ফিল্ড অফিসার (কেবিনেট সেক্রেটারিয়েট, বহিঃরাজ্য)**
শূন্যপদ ঃ ১৬০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টিচিং ফ্যাকাল্টি (ই.এস.আই.সি, বহিঃরাজ্য)**
শূন্যপদ ঃ ১০৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ অক্টোবর,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫,০৬৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ অক্টোবর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩,১১৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ অক্টোবর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (শিপ-ইয়ার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৩০৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ অক্টোবর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস, সুপারভাইজর, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (বহিঃরাজ্যে প্রাইভেট সেক্টর),**
আগরতলায় ‘রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ’ বা ‘জব-ফেয়ার’-এর মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ১৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন),
আগরতলায় নির্দিষ্ট স্থানে জব-ফেয়ার অর্থাৎ ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ বা সরাসরি সাক্ষাৎকার ২৪ অক্টোবর।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৬০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ, বিসিএ, বিই, বিটেক ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা স্নাতক পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ অক্টোবর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ওএনজিসি),**
শূন্যপদ ঃ ২২৩৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ ২৩টি শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এনটিপিসি, কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক (ভারতীয় রেল)**
শূন্যপদ ঃ ৩,৪৪৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস, সিকিউরিটি গার্ড (কোলফিল্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৯০২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ অক্টোবর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কোলফিল্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৩১৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ অক্টোবর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ১০১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমডি, এমএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

ও এন জি সি-তে চাকরির লক্ষ্যে ২২৩৬ জন ট্রেড এপ্রেন্টিস নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ওএনজিসি-তে ট্রেড এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা মোট ২,২৩৬টি, তবে সারা দেশ জুড়ে ২২টি ওয়ার্ক সেন্টারের মতো ত্রিপুরা অ্যাসেটের জন্য ১৯০টি পদ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের তালিকা বা ফলাফল প্রকাশিত হতে পারে ৫ই অক্টোবর। পরবর্তী সময়ে ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

সারা দেশ জুড়ে ও এন জি সি’র ২২টি ওয়ার্ক সেন্টারে (ত্রিপুরা অ্যাসেট সহ) ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে ২,২৩৬ জনকে বাছাইয়ের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ওএনজিসি-তে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ২৫-১০-২০২৪-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৪-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। জন্মতারিখ হতে হবে ২৫-১০-২০০০ থেকে ২৫-১০-২০০৬ এর মধ্যে। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ থাকবে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, ক্যারিয়ার ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - ওএনজিসি/ এপিপিআর/ ১/ ২০২৪। তারিখ ০৪-১০-২০২৪। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ২৫ অক্টোবরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ২৫ অক্টোবর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সুরক্ষিত করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। ফর্ম ফিলাপের প্রয়োজনে, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, মার্কশিট (যা যা প্রয়োজন) ইত্যাদিরও স্ক্যান করা কপি আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি ইন্টারভিউর বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে ‘হাই বা হ্যালো’ লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ‘কর্মবার্তা’ অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ইন্টারভিউর বা সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। দরখাস্তের একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বিশেষ করে ত্রিপুরা তথা আগরতলা ওয়ার্ক সেন্টারের জন্য ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন হলো — ক্রমিক নং ১ ঃ সেক্রেটারিয়েল অ্যাসিস্ট্যান্ট ঃ আসন সংখ্যা ১০টি। ক্রমিক নং ২ ঃ ফ্রন্ট অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ঃ আসন সংখ্যা ৩৯টি। ক্রমিক নং ৩ ঃ অ্যাকাউন্টস এক্সিকিউটিভ ঃ আসন সংখ্যা ৫টি। ক্রমিক নং ৪ ঃ কম্পিউটার অপারেটর এন্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট ঃ আসন সংখ্যা ২০টি। ক্রমিক নং ৫ ঃ ড্রাফ্টসম্যান (সিভিল) ঃ যোগ্যতা - আইটিআই থেকে ‘ড্রাফ্টসম্যান’ বিষয়ে পাশ করা ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে। আসন সংখ্যা ৬টি। ক্রমিক নং ৬ ঃ ইলেকট্রিশিয়ান ঃ যোগ্যতা - আইটিআই থেকে ‘ইলেকট্রিশিয়ান’ বিষয়ে পাশ করা ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে। আসন সংখ্যা ২৩টি। ক্রমিক নং ৭ ঃ ইলেকট্রনিক্স মেকানিক ঃ যোগ্যতা - আইটিআই থেকে ‘ইলেকট্রনিক্স মেকানিক’ বিষয়ে পাশ করা ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে। আসন সংখ্যা ৯টি। ক্রমিক নং ৮ ঃ ফিটার ঃ যোগ্যতা - আইটিআই থেকে ‘ফিটার’ বিষয়ে পাশ করা ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে। আসন সংখ্যা ১৭টি। ক্রমিক নং ৯ ঃ ইন্স্ট্রুমেন্ট মেকানিক ঃ যোগ্যতা - আইটিআই থেকে ‘নির্দিষ্ট’ বিষয়ে পাশ করা ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে। আসন সংখ্যা ৬টি। ক্রমিক নং ১০ ঃ মেশিনিস্ট ঃ আসন সংখ্যা ২টি। ক্রমিক নং ১১ ঃ মেকানিক রিপেয়ার এন্ড মেন্টেনেন্স অফ ভেহিকেল ঃ যোগ্যতা - আইটিআই থেকে ‘মেকানিক মোটর ভেহিকেল’ বিষয়ে পাশ করা ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে। আসন সংখ্যা ১০টি। ক্রমিক নং ১২ ঃ মেকানিক ডিজেল ঃ যোগ্যতা - আইটিআই থেকে ‘মেকানিক ডিজেল’ বিষয়ে পাশ করা ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে। আসন সংখ্যা ১৮টি। ক্রমিক নং ১৩ ঃ মেকানিক রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং ঃ আসন সংখ্যা ২টি। ক্রমিক নং ১৪ ঃ সার্ভেয়ার ঃ যোগ্যতা - আইটিআই থেকে ‘সার্ভেয়ার’ ট্রেড নিয়ে পাশ করা সার্টিফিকেট থাকতে হবে। আসন সংখ্যা ৫টি। ক্রমিক নং ১৫ ঃ ওয়েল্ডার ঃ যোগ্যতা - আইটিআই থেকে ‘ওয়েল্ডার’ ট্রেড নিয়ে পাশ করা সার্টিফিকেট থাকতে হবে। আসন সংখ্যা ১০টি। ক্রমিক নং ১৬ ঃ ফায়ার সেফটি টেকনেশিয়ান (অয়েল এন্ড গ্যাস) ঃ যোগ্যতা - আইটিআই থেকে ‘ফায়ার সেফটি টেকনেশিয়ান’ ট্রেড নিয়ে পাশ করা সার্টিফিকেট থাকতে হবে। আসন সংখ্যা ৮টি। প্রতিটি পদের আরও বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিতে হবে। প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে ৭,০০০ টাকা থেকে ৯,০০০ টাকা স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং আবেদনের পদ্ধতি পেয়ে যাবেন ওএনজিসি’র ওয়েবসাইটে ‘ক্যারিয়ার ট্যাব’-এ। প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও কাগজপত্র হাতের কাছেই রাখতে হবে। ইন্টারভিউতে ডাক পেলেই সেগুলো দেখাতে হবে। প্রার্থীদের অবগতির জন্য আরও জানানো হয়েছে যে, এপ্রেন্টিসদের নিয়মিত চাকরির জন্য ওএনজিসি’র কোনও দায়বদ্ধতা থাকবে না। যে-কোনও সময়ে এই এপ্রেন্টিসশিপের ভিত্তিতে ওএনজিসি’র কাছে নিয়মিত চাকরির জন্য কোনও দাবিদাওয়া করা যাবে না।

বয়স বাড়িয়ে রেলে কয়েক হাজার চাকরি অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখও বাড়লো

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ভারতীয় রেলে এনটিপিসি অর্থাৎ কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক, একাউন্ট ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, ট্রেনস ক্লার্ক ইত্যাদি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩,৪৪৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। তাই বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এথানে পুনঃপ্রকাশিত হলো। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে এনটিপিসি অর্থাৎ কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক, একাউন্ট ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, ট্রেনস ক্লার্ক ইত্যাদি পদে ৩,৪৪৫ জন নিয়োগ হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে।

ভারতীয় রেলে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-১-২০২৫-এর হিসেবে ১৮ থেকে ৩৩-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি’র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৩,৪৪৫টি’র মধ্যে এসসি’র জন্য ৫০৪টি, এসটি’র জন্য ৩১১টি, ওবিসি’র জন্য ৭৬২টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩০৫টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১,৫৬৩টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ২০৯টি পদ। এছাড়া, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য রয়েছে ৩৪২টি পদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন বিশেষ করে আরআরবি অনুযায়ী শূন্যপদের কোটা দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে।

শূন্যপদগুলো হলো — ক্রমিক নং (১) ঃ পদের নাম ঃ কমার্শিয়াল - কাম- টিকিট ক্লার্ক ঃ ৭ম সেন্ট্রাল পে কমিশন অনুযায়ী লেভেল - ৩, প্রাথমিক মূল মাইনে স্কেল ২১,৭০০ টাকা প্রতি মাসে। মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্টবি-২, শূন্যপদ ২,০২২টি। ক্রমিক নং (২) ঃ পদের নাম ঃ একাউন্ট ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট ঃ ৭ম সেন্ট্রাল পে কমিশন অনুযায়ী লেভেল - ২, প্রাথমিক মূল মাইনে স্কেল ১৯,৯০০ টাকা প্রতি মাসে। মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ট সি-২, শূন্যপদ ৩৬১টি। ক্রমিক নং (৩) ঃ পদের নাম ঃ জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট ঃ ৭ম সেন্ট্রাল পে কমিশন অনুযায়ী লেভেল - ২, প্রাথমিক মূল মাইনে স্কেল ১৯,৯০০ টাকা প্রতি মাসে। মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্টসি-২, শূন্যপদ ৯৯০টি। ক্রমিক নং (৪) ঃ পদের নাম ঃ ট্রেনস ক্লার্ক ঃ ৭ম সেন্ট্রাল পে কমিশন অনুযায়ী লেভেল - ২, প্রাথমিক মূল মাইনে স্কেল ১৯,৯০০ টাকা প্রতি মাসে। মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ট এ-৩, শূন্যপদ ৭২টি। প্রতি ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। প্রতি ক্ষেত্রে বয়স ১-১-২০২৫-এর হিসেবে ১৮-৩৩ বছর, সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী শিথিলযোগ্য। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৮ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩৬ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীরা যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ৯০ মিনিট সময়ের মধ্যে ১০০টি এমসিকিউ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। পূর্ণমান ১০০। সফল হলে সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হবে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২৭ অক্টোবরের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস এবং সিগনেচার। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। পরবর্তী সময়ে সংশোধনের সুযোগও পাবেন। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে ‘হাই/হ্যালো’ লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ‘কর্মবার্তা’ অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিইএন নং - ০৬/ ২০২৪। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

শুক্রবার এনএসিসি থানার পুলিশ একটি চুরির বাইক চোর সহ আটক করে।

দূষণ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন গোপাল রাই, ১৩টি স্থানের অবস্থা ভীষণ খারাপ

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): রাজধানী দিল্লি আবারও দূষণের কবলে, এই দূষণের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করলেন দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাই। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, ‘শীত আসছে এবং বায়ু দূষণের মাত্রা বাড়ছে। দিল্লিতে খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে। দিল্লিতে ১৩টি হটস্পট রয়েছে, যেখানে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ৩০০ অতিক্রম করেছে- ওয়াজিরপুর, মুন্ডকা, রোহিণী, জাহাঙ্গীরপুরি, আনন্দ বিহার, দ্বারকা সেক্টর-৮, বাওয়ানা, নরেলা, বিবেক বিহার, ওখলা ফেজ ২, পাঞ্জাবি বাগ, অশোক বিহার এবং আরকে পুরম। ওয়াজিরপুরে বাতাসের একিউআই সবচেয়ে বেশি ছিল...আমরা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছি নেপথ্যের স্থানীয় উৎসগুলো খুঁজে বের করতে।’

সোদপুর থেকে ধর্মতলা, শনিবার ‘ন্যায়বিচার যাত্রার’ ডাক জুনিয়র ডাক্তারদের

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): শনিবার ‘ন্যায়বিচার যাত্রার’ ডাক দিলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, ওইদিন দুপুরে আর জি কর-কাণ্ডে নিহত চিকিৎসকের বাড়ির এলাকা সোদপুর থেকে শুরু হবে এই কর্মসূচি। মিছিল যাবে ধর্মতলার অনশনমঞ্চ পর্যন্ত।

জুনিয়র ডাক্তারদের সূত্রে খবর, দীর্ঘ এই পথ হেঁটে পার করা সম্ভব নয়। তাই ‘রিলে’ পদ্ধতিতে এগোবে ‘ন্যায়বিচার যাত্রা’। আয়োজকদের আশা, অল্প সময়ের এই প্রস্তুতিতেও সাড়া মিলবে বিভিন্ন স্তরের প্রতিবাদীদের কাছ থেকে।

১০ দফা দাবিতে ধর্মতলার অনশনমঞ্চে ‘আমরণ অনশন’ চালিয়ে যাচ্ছেন সাত জন জুনিয়র ডাক্তার। শুক্রবার ছিল তাঁদের অনশনের চতুর্দশতম দিন। এর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজেও ‘আমরণ অনশন’ চালাচ্ছেন এক জুনিয়র ডাক্তার। শিলিগুড়ির অনশনমঞ্চের দ্বাদশতম দিন। অনশনে থাকতে থাকতে সকলেই কমবেশি দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

সত্যেন্দ্র জৈনও জামিন পেয়ে গেলেন, খুশির আবহ এএপি শিবিরে

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): এবার জামিন পেয়ে গেলেন দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা সত্যেন্দ্র জৈন। শুক্রবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত সত্যেন্দ্র জৈনকে জামিন দিয়েছে। অর্থ তছরুপ মামলায় ২০২২ সালের ৩০ মে গ্রেফতার হয়েছিলেন এই এএপি নেতা। তাঁকে গ্রেফতার করেছিল ইডি।দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের বিশেষ বিচারক বিশাল গোগনে এদিন বলেন, ’বিচারে বিলম্ব ও ১৮ মাসের দীর্ঘ কারাবাসের কথা বিবেচনা করে এবং এই সত্য যে ট্রায়াল শুরু হতে অনেক সময় লাগবে, এই উপসংহারে আসা যাক, অভিযুক্তরা মুক্তির পক্ষে উপযুক্ত।’ বিচারক ৫০,০০০ টাকার বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেছে। সত্যেন্দ্র জৈন জামিন পেতেই খুশির আবহ আম আদমি পার্টির শিবিরে।

গৌরবময় ৪০ বছর, ঐতিহাসিক মাইলফলকের দোরগোড়ায় কলকাতার লাইফলাইন

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): চার দশক অতিক্রান্ত, ১৯৮৪ থেকে ২০২৪। দেশের জন্য গৌরবময় পরিষেবার ৪০ বছর উদযাপন। এই উপলক্ষে শুক্রবার মেট্রো রেল ভবনের ১০-তলায় কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলন হয়। জেনারেল ম্যানেজারের পি উদয় কুমার রেড্ডি সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ভারতীয় পরিবহন ব্যবস্থায় এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। এই উপলক্ষে শুক্রবার এক অনুষ্ঠানে নতুন লোগোর আবরণ উন্মোচন করা হয়েছে। এসপ্ল্যানেড স্টেশনে হেরিটেজ রক্ষায়ও মিউজিয়াম গড়ে তোলা হবে।

উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সালের ২৪ অক্টোবর এসপ্ল্যানেড ও ভবানীপুরের মধ্যে (বর্তমানে নেতাজী ভবন) ৩.৪ কিমি পথে ভারতের প্রথম মেট্রো পরিষেবার সূচনা হয়। রোজকার দিনে সাত লাখ যাত্রী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

এই মুহূর্তে কলকাতার জীবনরেখা। তিনি আরও বলেন, পুজোর দিন গুলোতে সর্বাধিক ৯.৬১ লাখ যাত্রী বহন করেছে কলকাতা মেট্রোয়। আগামীদিনে রাজারহাট ও নিউটাউন এই পরিষেবার সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

কোনও দলের সঙ্গে শত্রুতা নেই, শুধু ব্যবস্থা ঠিক করতে চাই : অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেজরিওয়াল বলেছেন, ’দিল্লির পুরানো সরকারগুলি কোনও কাজ করেনি এবং তাই তাঁদের উপ-রাজ্যপালের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়াতে হয়নি। সিসোদিয়াজি স্কুল তৈরি করেছিলেন এবং তাই তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল। আমরা যদি কিছু না করি, তবে আমাদেরও সংগ্রাম করতে হবে না। কোনও দলের সঙ্গে আমাদের কোনও শত্রুতা নেই, আমরা ব্যবস্থা ঠিক করতে চাই।’অরবিন্দ কেজরিওয়াল এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপিকে আক্রমণ করে বলেছেন, বিজেপির লোকজন দিল্লির জনসাধারণকে হয়রানি করতে কোনও খামতি রাখেনি। আমি দিল্লিবাসীর কষ্ট দেখতে পারি না, দিল্লির জনসাধারণ আমার পরিবার। এখন আমি জেল থেকে বেরিয়ে এসেছি এবং বিজেপির বন্ধ করে দেওয়া সমস্ত কাজ আমরা আবার শুরু করছি। এরই ধারাবাহিকতায় দিল্লি সরকার ’’মুখ্যমন্ত্রী জয় ভীম যোজনা’’ পুনরায় চালু করছে। ’’মুখ্যমন্ত্রী জয় ভীম যোজনা’’-এর অধীনে, দলিত, এসসি-এসটি, ওবিসি এবং পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের শিশুদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে প্রস্তুতি দেওয়া হবে। এখন গরীবের সন্তানরাও উন্নতি করবে এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখবে।

মানবাধিকার সর্বদা ভারতের নৈতিক বুননে রয়েছে : উপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): মানবাধিকার সর্বদা ভারতের নৈতিক বুননে রয়েছে। জোর দিয়ে বললেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। শুক্রবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনে উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় বলেছেন, ’ভারতীয় সংবিধান মানবাধিকারের জন্য নর্থ স্টার।’ তিনি বলেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, সকল নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতা কামনা করাই মানবাধিকারের মূল কথা। উপ-রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, যে কোনও ধরনের বৈষম্য মানবাধিকারের মূল দিকগুলোর জন্য চ্যালেঞ্জিং। তিনি বলেন, জনসাধারণের প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে মানবাধিকার সর্বোত্তমভাবে সুরক্ষিত ও লালিত হয়। উপ-রাষ্ট্রপতি যোগ করেছেন, জনগণের চেয়ে মানবাধিকারের বড় রক্ষক আর কেউ হতে পারে না। তিনি বলেন, মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটলে জনগণকে শক্তভাবে দাঁড়াতে হবে। উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, অন্যের মানবাধিকারকে সম্মান করা মানে নিজের মানবাধিকারকে সম্মান করা। তিনি আরও বলেন, অন্যের মানবাধিকারকে সম্মান করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

নারী শক্তির ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করবে হরিয়ানা সরকার : নায়াব সিং সাইনি

চণ্ডীগড়, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): নারী শক্তির ক্ষমতায়নের জন্য হরিয়ানা সরকার কাজ করবে। জোর দিয়ে বললেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি। শুক্রবার মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সাইনি বলেছেন, ’যারা অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িত তাদের আমি সতর্ক করছি। হয় রাজ্য ত্যাগ করুন অথবা নিজেদের উন্নতি করুন। অন্যথায়, আমরা তাদের শুধরে দেব।’ মুখ্যমন্ত্রী সাইনি আরও বলেছেন, ’আমরা ইস্তেহারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আমরা কিডনি রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেব। আমরা সেই সংক্রান্ত ফাইলে স্বাক্ষর করেছি, কিডনি ডায়ালাইসিসের ব্যয়ভার হরিয়ানা সরকার বহন করবে। বিশাল জনাদেশ দেওয়ার জন্য আমি হরিয়ানার জনগণকে ধন্যবাদ জানাই।’মুখ্যমন্ত্রী সাইনি আরও বলেছেন, ’হরিয়ানার জনগণ বিরোধীদের আখ্যান ধ্বংস করেছে... কংগ্রেস কৃষকদের উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করেছে... তারা যুবকদের মধ্যে সন্দেহ তৈরি করেছে... তারা হরিয়ানার ক্রীড়াবিদদের ব্যবহার করেছে, প্রধানমন্ত্রী মোদী গত ১০ বছরে কৃষকদের জন্য ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়েছেন... হরিয়ানার মানুষ প্রধানমন্ত্রী মোদীর নীতিগুলিকে অনুমোদন করেছে এবং কংগ্রেসের বক্তব্যকে খারিজ করেছেন।’

মর্মান্তিক ! হাওড়ায় গাড়ির ধাক্কায় ট্রাফিক পুলিশ-সহ দু’’জনের মৃত্যু

হাওড়া, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): হাওড়ার কুলগাছিয়ায় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল কর্তব্যরত এক ট্রাফিক পুলিশ ও বাইক আরোহীর। শুক্রবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন হাওড়ার কুলগাছিয়ার শ্রীরামপুরে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ট্রাফিক পুলিশের নাম সোমনাথ রায় (৪০)। তাঁর বাড়ি সাঁকরাইল থানা এলাকায়। তিনি উলুবেড়িয়া ট্রাফিক পোস্টে কর্মরত ছিলেন। মৃত বাইক আরোহীর নাম-পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন কুলগাছিয়ার শ্রীরামপুরে ডিউটি করছিলেন সোমনাথবাবু। সেই সময়ে একটি প্রাইভেট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে এসে প্রথমে তাঁকে এবং পরে ওই বাইক আরোহীকে ধাক্কা মারে।

স্থানীয়রা সোমনাথবাবু, বাইক আরোহীকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হাওড়ার উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘাতক গাড়িটির খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

লুকোচুরি শেষ, বহরমপুরে প্রাক্তন তৃণমূল ব্লক সভাপতি খুনের ঘটনায় ধৃত এক

বহরমপুর, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের রাধারঘাটে প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস ব্লক সভাপতি প্রদীপ দত্ত খুনের ঘটনায় একজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিস। ধৃতের নাম বুবাই দাস। তাঁর বাড়ি রাধারঘাট এলাকায়। জানা গিয়েছে, বহরমপুর পুরসভার অস্থায়ী সাফাই কর্মী হিসেবে কাজ করে বুবাই। শুক্রবার ভোরবেলায় তার বাড়ি থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে গ্রেফতার করে পুলিস।

পুজোকর্তা তথা চলচ্চিত্র পরিচালকের প্রয়াণ

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): শুক্রবার সকালে প্রয়াত হলেন কলকাতার সমাজকর্মী, বিশিষ্ট পুজোকর্তা এবং চলচ্চিত্র পরিচালক, বিগত দিনের খ্যাতনামা পরিচালক দেবকীকুমার বসুর ছেলেদেবকুমার বসু। বয়স হয়েছিল ৯১।

জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন দেবকুমারবাবু। যার জেরে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মুদিয়ালির বাসভবনে তাঁর মরদেহ নিয়ে আসা হয় শেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য।

ভারতীয় সিনেমায় শব্দ এবং সঙ্গীতের উদ্ভাবনী ব্যবহারের জন্য সুপরিচিত দেবকী বসু ১৯৪৫ সালে দেবকী প্রোডাকশন্স নামে নিজের প্রযোজনা সংস্থা খোলেন। ”বিদ্যাপতি”, ”সীতা”, ”সাগরসঙ্গম”-এর মতো সিনেমা তৈরি করেছিলেন এই বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা। তাঁর পুত্র ছিলেন দেবকুমারবাবু। পরিচালক প্রেমেন্দুবিকাশ চাকী সংবাদমাধ্যমে জানান, “বাবা দেবকী বসুর সঙ্গে যেন কাজের সংঘাত না হয়, সেইজন্য মণিপুরী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন দেবকুমার বসু।মণিপুর তাঁকে ‘দেবতা’জ্ঞানে পুজো করে।” খবর ছড়াতেই উত্তর-পূর্ব ভারতের বিনোদন দুনিয়ায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

দেবকুমার বসুর হাতেই তৈরি হয়েছিল জনপ্রিয় সিরিয়াল ”বিবাহ অভিযান”।

পরবর্তীকালে সুপরিচিত একাধিক অভিনেতাকে পরিচয় করিয়েছিলেন দর্শকদের অন্দরমহলে। পরিচালকের প্রয়াণের খবরে শোকস্তব্ধ শঙ্কর চক্রবর্তী। জানালেন, তাঁর হাত ধরেই শিখেছিলেন, অভিনয় অভ্যাস করলে তা ভালো হতে বাধ্য। ”বিবাহ অভিযান” ধারাবাহিকে কাজ করার সময় তাঁরা যেন একটা পরিবারের মতোই হয়ে গিয়েছিলেন।

হাজারদুয়ারির নানা সামগ্রী সরানোর অভিযোগ, সরব নবাব পরিবারের সদস্যরা

মুর্শিদাবাদ, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক হাজারদুয়ারি মিউজিয়ামের নানা সামগ্রী আড়ালে সরানোর অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে নবাব পরিবারের বর্তমান সদস্যরা। সরব হয়েছেন স্থানীয় ইতিহাসপ্রেমীরাও। রাতের অন্ধকারে মুল্যবান সামগ্রী সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। নবাব পরিবারের সদস্য মেহেদি আলম মির্জা, রেজা আলি মির্জা-সহ ইতিহাস প্রেমী স্বপন ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে হাজারদুয়ারির সামনে সামগ্রী ভর্তি ট্রাক আটকে বিক্ষোভও দেখানো হয়। তাঁদের অভিযোগ কোনও তথ্য বা নির্দেশিকা না দেখিয়ে ওই সামগ্রীগুলি পুরাতত্ব বিভাগের রায়গঞ্জ কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বিক্ষোভের মুখে পড়ে তাঁরা একটি তালিকা সরবরাহ করেন। সেই তালিকা অনুয়ায়ী সামগ্রী মেলানোর কাজ চলে।

শিয়ালদা ইএসআই হাসপাতালে আগুনে মৃত্যু নিয়ে দ্বিমত, ঘটনাস্থলে সি পি

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): শুক্রবার ভোরে শিয়ালদহ ইএসআই হাসপাতালে বিধ্বংসী আগুন লাগে। সেই ঘটনায় একজন রোগীর ধোঁয়ার কারণে ”শ্বাসকষ্ট” হয়ে মৃত্যু হয়েছে বলেই অভিযোগ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অবশ্য বিষয়টি মানতে নারাজ। ঘটনাস্থলে গিয়ে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা।

এদিন সকাল ১১টার কিছু পরে শিয়ালদহ ইএসআই হাসপাতালে যান কমিশনার। কথা বলেন হাসপাতালের সুপারের সঙ্গেও। পরে সংবাদমাধ্যমে তিনি জানান, আগুন কীভাবে লাগল তা তদন্ত করে দেখা হবে। ঘটনাস্থলে আসবে ফরেন্সিক টিম। এছাড়া একজন রোগী মৃত্যুর যে ঘটনা ঘটেছে তা কীভাবে হল, সেটাও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানান মনোজ বর্মা।

তাঁর কথায়, ময়নাতদন্তের পরই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত, ওই রোগীর পরিবার দাবি করেছে, আগুন লাগার পর খোলা আকাশের নীচে কিছু রোগীকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। তখনই ধোঁয়ার কারণে শ্বাসকষ্ট হয়। এর ফলেই তিনি মারা যান। যদিও এই বিষয়টি মানতে নারাজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাদের সাফ কথা, আগুন লাগার কারণে কারও মৃত্যু হয়নি।

ঝাড়খণ্ডে আসন বণ্টনের সূত্র প্রকাশ এনডিএ-র, বিজেপি লড়বে ৬৮টি আসনে

রাঁচি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): ঝাড়খণ্ডে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ-র জোট সঙ্গীদের সঙ্গেই লড়বে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। এই জোট সঙ্গীরা হল অল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (এজেএসইউ), জনতা দল (ইউনাইটেড) এবং লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি)। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, এজেএসইউ ১০টি আসনে, জেডিইউ দু’’টি আসনে এবং এলজেপি মাত্র একমাত্র আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং বিজেপি বাকি ৬৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং ঝাড়খণ্ডের জন্য বিজেপির নির্বাচনী ইনচার্জ শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, ’ঝাড়খণ্ডে বিজেপি, অল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (এজেএসইউ), জনতা দল (ইউনাইটেড) এবং লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি) একসঙ্গে নির্বাচনে লড়বে। শীঘ্রই প্রার্থী ঘোষণা করা হবে।’ বিজেপির ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের সহ-ইনচার্জ এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছেন, ’আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা চলছে। এখনও পর্যন্ত, অল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (এজেএসইউ) ১০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। জনতা দল (ইউনাইটেড) দু’’টি আসনে এবং একটি আসনে লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি)... বাকি আসনে লড়বে বিজেপি।’

সম্ভাব্য কার্য্যসূচি নিয়ে সিনিয়রদের সঙ্গে ফের বৈঠক জুনিয়র ডাক্তারদের

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): আন্দোলনের পরবর্তী অভিমুখ কী হওয়া উচিত? তা স্থির করতে শুক্রবার সিনিয়রদের আবার বৈঠকে ডাকলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। পশ্চিমবঙ্গ জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের তরফে বিভিন্ন চিকিৎসক সংগঠনকে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে।

১০ দফা দাবি নিয়ে ‘আমরণ অনশনে’ বসেছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। আরজি কর-কাণ্ডের বিচার, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পরিবর্তনের দাবিতে গত দু’মাসের বেশি সময় ধরে তাঁদের আন্দোলন চলছে। কিন্তু সরকারের তরফে সাড়া মিলছে না। ইতিমধ্যে ছ’জন জুনিয়র ডাক্তার অনশন করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এখনও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন পাঁচ জন। রাজ্যের শাসক দলের চাপ বাড়ছে আন্দোলন-বিরোধী নানা বক্তব্য ও প্রচারের মাধ্যমে। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার সন্ধ্যার পর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রস্তাবিত বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

আদর্শ আচরণবিধি কার্য্যকর, বিনা অনুমতিতে আধিকারিকদের সদর দফতর না ছাড়ার নির্দেশ জেলাশাসকের

গুপ্তকাশী, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): কেদারনাথ বিধানসভা উপনির্বাচন ঘোষণার সাথে সাথেই জেলায় আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি কার্য্যকর হয়েছে। এই বিষয়ে জেলা নির্বাচন অধিকারিক তথা জেলাশাসক সৌরভ গহরওয়ার জানিয়েছেন, বিনা অনুমতিতে যেন দফতরের আধিকারিকরা সদর দফতর ছেড়ে না যান।

উপনির্বাচনকে মাথায় রেখে সব নোডাল অফিসার, সহকারী নোডাল, জোনাল এবং সেক্টর অফিসারদের তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, কোনও পরিস্থিতিতে অনুমতি ছাড়া সদর দফতরের বাইরে যাবেন না। বিনা অনুমতিতে সদর দফতরের বাইরে গেলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফিরছেন এমবাপ্পে

মাদ্রিদ, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : ফ্রান্স জাতীয় দলে এখনও যোগ দেননি এমবাপ্পে। তার মাঝে ধর্ষণের অভিযোগও উঠেছে তার বিরুদ্ধে। এতসব ঝেমেলার মাঝেও রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন এই ফরাসি তারকা। আন্তর্জাতিক ম্যাচের বিরতি শেষে শনিবার সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে মাঠে নামতে চলেছেন এমবাপ্পে।

খারাপ সময় পেছনে ফেলে রিয়ালের হয়ে তিনি শনিবার জ্বলে উঠতে চান সেল্টা ভিগো ম্যাচে। তিনি বার্সেলোনাকে পেছনে ফেলে রিয়ালকে শীর্ষে তোলার চেষ্টায় আছেন।

লা লিগায় এ মরসুমে ৯ ম্যাচে আট জয়ে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। সমান ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে রিয়াল মাদ্রিদ।

মদ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে হলে প্রশাসনকে সজাগ থাকতে হবে : রবিশঙ্কর প্রসাদ

পাটনা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): বিহারে বিষমদে বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করলেন প্রবীণ বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। একইসঙ্গে রবিশঙ্কর বলেছেন, মদ নিষেধাজ্ঞা কার্য্যকর করতে হলে প্রশাসনকে অনেক সজাগ থাকতে হবে। শুক্রবার পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিষমদে মৃত্যু প্রসঙ্গে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, ’এটা বেদনাদায়ক। সরকার অত্যন্ত কার্য্যকরভাবে কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী ডিজিপিকে নির্দেশ দিয়েছেন। একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। যেই এই খারাপ কাজ করেছে তার শাস্তি হবে। কার্য্যকরভাবে মদ নিষেধাজ্ঞা কার্য্যকর করার জন্য প্রশাসনকে সজাগ থাকতে হবে, তেজস্বী যাদব প্রতিদিন শুধু প্রশ্ন করেন, আপনারা বাবা-মায়ের সময়ে বিহারের কী অবস্থা ছিল তা কি জানেন?’

মাদক ইঞ্জেকশন-সহ ধৃত এক যুবক

হরিদ্বার, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): মাদক-মুক্ত অভিযানের সময়ই মাদক ইঞ্জেকশন-সহ ধরা পড়ল এক যুবক। জানা গেছে, উত্তরাখণ্ডের কালিয়ার থানার পুলিশ এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিল। তল্লাশির সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে ওই অভিযুক্ত যুবক। তল্লাশি করে তার কাছ থেকে ৮টি নেশা করার ইঞ্জেকশন উদ্ধার করা হয়। পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

দল বিরোধী কার্য্যকলাপে কঠোর বিজেপি, মুর্শিদাবাদের তিন নেতা-নেত্রীকে বহিষ্কার

মুর্শিদাবাদ, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): দল বিরোধী কাজের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার তিন নেতা-নেত্রীকে বহিষ্কার করল বিজেপি। বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক সুজয় রায়, মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী সুস্মিতা চৌধুরী ও জেলা সম্পাদক সূর্য্যদেব দাসকে বহিষ্কার করেছে গেরুয়া শিবির। অভিযোগ, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজেপির নেতাদের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করেছিলেন তাঁরা। এই বিষয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি শাখারভ সরকার জানিয়েছেন, ‘বিজেপি একটি সুশৃঙ্খল পার্টি। দল বিরোধী কোনও কাজ সমর্থন করে না। তাই এদেরকে বহিষ্কার করা হল। জেলা বিজেপির অফিসের ছবি দিয়ে সেখানে নানা রকম ভাবে অপপ্রচার করে এরা। তাই রাজ্যের নির্দেশে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এরা দলের কোনও অনুষ্ঠান বা কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবে না।’

হাই কোর্টের দ্বারস্থ আর জি করের সাসপেন্ড হওয়া ৩১ জন চিকিৎসক

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন আর জি কর হাসপাতাল থেকে সাসপেন্ড হওয়া ৩১ জন চিকিৎসক। তাঁদের অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের সাসপেন্ড করায় পুলিশ হস্টেলে ঢুকতে দিচ্ছে না। হস্টেলে ঢোকার চেষ্টা করলে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এই অভিযোগেই শুক্রবার উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন ওই ৩১ জন।

কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি বিভাস পট্টনায়ক আর জি করের ওই ৩১ জন চিকিৎসককে মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন। শুক্রবারই মামলাটির শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হাসপাতালে ভয়ের পরিবেশ তৈরির চেষ্টার অভিযোগে সরব হন আর জি কর হাসপাতালের চিকিৎসকদের একাংশ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে জমা পড়ে অভিযোগ। দেওয়া হয় কয়েক জনের নামও। সেই তালিকায় থাকা অভিযুক্তদের তলব করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আর জি করের স্পেশ্যাল কাউন্সিল বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপন করেন রেসিডেন্ট ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যেরা। তার পরই নড়েচড়ে বসেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তোপ জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টর্স-এর

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের সঙ্গে চিকিৎসক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক বৈঠক নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টর্স।

সংগঠনের তরফে শুক্রবার এক বার্তায় জানানো হয়েছে, ”সিনিয়র-জুনিয়র চিকিৎসক ও জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দৌত্যের অধিকার তাঁকে কেউ দেয়নি। তিনি এমন একজনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন, যিনি প্রতিনিয়ত আন্দোলনকে কদর্য্য ভাষায় আক্রমণ করেছেন। আমরা মনে করি নারায়ণবাবু আন্দোলনের পরিপন্থী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর এই আচরণকে আমরা সমর্থন করছি না”।

এর আগেই নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌত্য নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন জুনিয়র ডাক্তারদের কেউ কেউ। কড়া বার্তা দেন আন্দোলনের অন্যতম মুখ আসফাকুল্লা নাইয়া। অন্যান্য অনেকের বক্তব্যেই এই মতেরই প্রতিফলন দেখা যায়।

আগামী ৩১ অক্টোবরের মধ্যে আর জি কর হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজছে: মুখ্যসচিব

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি. স.) জুনিয়র চিকিৎসকদের অভিযোগ সিকিউরিটি অডিট অর্থাৎ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার অন্ধকারে রেখেছে। এর পাল্টা জবাব দিয়েছেন এ রাজ্যের মুখ্যসচিব ডঃ মনোজ পন্থ। আর জি কর হাসপাতালের মহিলা পিজিটি”র রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে খতিয়ে দেখছে রাজ্য সরকার। সেই নিয়ে রাজ্য সচিবালয় নবান্নে শুক্রবার দু - দফায় বৈঠক হয়। প্রথম বৈঠক পূর্ত দফতরের সঙ্গে। বিভাগীয় সচিব অন্তরা আচার্য উপস্থিত ছিলেন। ডঃ মনোজ পন্থ এর সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক হয়। জানা গেছে, মহিলাদের সুরক্ষা, বিশ্রাম কক্ষ, শৌচাগার নির্মাণ, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজ চলছে জোরকদমেই। এ নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি জানার চেষ্টা করেন মুখ্যসচিব। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্য রয়েছে। এরপর স্বাস্থ্য সচিবের সঙ্গে বৈঠক হয়। এ রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে সামগ্রিক পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা নিয়েই দীর্ঘ আলোচনা হয় বলে জানা গেছে।

এগরা পৌরসভার উদ্যোগে হলো প্রথম বর্ষের দুর্গা মাতা কার্নিভাল

এগরা, ১৮ অক্টোবর (হি.স .): এগরাতে প্রথমবারের মতো হয়ে গেল দুর্গামাতা কার্নিভাল। শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা পুরসভার উদ্যোগে এই শহরের স্বর্ণময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে কার্নিভাল হয়। এদিন এগরা শহরের ২০টি দুর্গাপূজার মধ্যে ১৪টি পুজো কমিটিকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়। পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের এগরা পুরসভার তরফে স্মারক ও মানপত্র তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় এদিন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা তথা এগরা পুরসভার পুরপ্রধান স্বপন কুমার নায়ক, এগরার আই সি অরুণ কুমার খাঁ, কাউন্সিলর নির্মল কুমার শীট ও দেবদুর্লভ মাইতি প্রমুখ।

মৃত্যু দুই শিশুর

● প্রথম পাতার পর

করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আরো জানা গিয়েছে, পিঙ্কি দাসের বাড়ি কৈলাসহরে কিন্তু তাঁরা নাগিছাড়া কালিদাস পাড়ায় ভাড়া থাকেন। অপরজনের বাড়ি ওই এলাকায়। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে শ্রীনগর থানার পুলিশ।ওই ঘটনায় শ্রীনগর থানাধীন নাগিছড়া কালিদাস পাড়ায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

করল নিগম

● প্রথম পাতার পর

জ্বালানোর বিষয়ে সর্বসাধারণকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানাচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড। কারণ আকাশ প্রদীপ বৈদ্যুতিক তারের উপর পড়ে গেলে গোটা এলাকা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যেতে পারে। এ বিষয়ে সর্বসাধারণের সহযোগিতা ও চেয়েছে নিগম।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

না দিয়েই এই রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয় সকালে। যদিও পরবর্তীতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করিমগঞ্জে খাদ্য সুরক্ষার কেরোসিন বরাদ্দ

করিমগঞ্জ (অসম) ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলায় চলতি অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের খাদ্য সুরক্ষা যোজনার কেরোসিন বরাদ্দ করা হয়েছে। এই কেরোসিন প্রতি মাসে কার্ড পিছু ১ লিটার ৫০০ মিলি লিটার করে জেলার শহর ও গ্রামাঞ্চলে খাদ্য সুরক্ষা যোজনার কার্ডধারীদের মধ্যে বন্টন করতে খাদ্য, গণবন্টন ও উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

করিমগঞ্জে শিশু সুরক্ষায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

করিমগঞ্জ (অসম) ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলায় শিশু সুরক্ষার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সমাজের প্রতিটি স্তরে শিশুদের সাথে জড়িত শিক্ষক, সরকারি কর্মী ও জনগণকে প্রশিক্ষিত করার অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার করিমগঞ্জে জেলার শিক্ষকদের নিয়ে এক প্রশিক্ষণ কার্যসূচির অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সকাল ১১টায় করিমগঞ্জের জেলা গ্রন্থাগার ভবনে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন ও জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে করিমগঞ্জের সহকারী আয়ুক্ত ও ভারপ্রাপ্ত জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক প্রিয়াঙ্কা ইয়ামনাম, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির (সিডব্লুউসি) চেয়ারম্যান বিশ্ববরন বরুয়া, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির প্রাক্তন সদস্য ও রিসোর্স পার্সন সত্যজিৎ দাসকে উত্তরীয় দিয়ে বরণ করা হয়। এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক প্রিয়াঙ্কা ইয়ামনাম স্বাগত ভাষণ প্রদান করে বলেন যে মাতা পিতার পর শিশুরা অধিক সময় শিক্ষকদের সাথেই অতিবাহিত করে তাই শিক্ষকদের শিশু সুরক্ষার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সচেতন থাকা একান্ত আবশ্যক। তিনি শিশু শ্রম, বাল্য বিবাহ, অবৈধ দত্তক, নিখোঁজ শিশু, শিশু নিগ্রহ, পরিত্যক্ত শিশু, পকসো আইন, শিশু অপহরণ ও শিশু পাচার, শিশুকে ভিক্ষা বৃত্তিতে প্ররোচিত করার মত গম্ভীর সমস্যাগুলি সম্পর্কে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে জেলায় আসা চলতি ও বিগত বছরের তুলনাত্মক খতিয়ান তুলে ধরেন এবং এর প্রতিকারে গ্রহণীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতামূলক আহ্বান জানান। তিনি শিশু সুরক্ষার কোন লঙ্ঘন সম্পর্কে অভিযোগ করিমগঞ্জ জেলায় চালু থাকা চাইল্ড হেল্পলাইন নম্বর ১০৯৮ এ জানানোর পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে সিডব্লুউসি-র প্রাক্তন সদস্য সত্যজিৎ দাস বাল্য বিবাহ নিষেধাজ্ঞা আইন ও শিশু শ্রম আইন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এদিন সিডব্লুউসি-র চেয়ারম্যান বিশ্ববরণ বরুয়া শিশু পাচার রোধে থাকা ব্যবস্থা, আইনি শিশু দত্তক, শিশু নিগ্রহ, শিশুর যৌন হয়রানি প্রতিরোধে পকসো আইন নিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলেন। এতে প্রতি জন বক্তা শিশু সুরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি প্রতিটি বিদ্যালয় সহ সবাইকে অবগত করতে আহ্বান জানান। উল্লেখ্য এ বিষয়ে পুলিশ কর্মীদের গত ১৬ অক্টোবর জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সভাকক্ষে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে অন্যান্যদেরও অনুরূপ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে পিও এনআইসি দেবযানি দাস সহ জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিটের কর্মী ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করেন।

মহিলাদের কাউন্টিতে রূপান্তরকামী মহিলাদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করল ইসিবি

লন্ডন, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : মেয়েদের কাউন্টিতে ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামী মহিলাদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করেছে ইসিবি। শুক্রবার ইসিবি জানিয়েছে, পুরুষ বয়ঃসন্ধির মধ্য দিয়ে যাওয়া কেউ রূপান্তরিত হয়ে মহিলা দলটির শীর্ষ দুটি স্তর টায়ার ওয়ান ও টায়ার টুতে খেলতে পারবেন না। এই নিয়মটি মেয়েদের ‘দ্য হান্ড্রেড’—এও কার্যকর হবে।তবে ঘরোয়া ক্রিকেটের তৃতীয় স্তর থেকে নিচে এবং বিনোদনমূলক ক্রিকেটে রূপান্তরিত মহিলাদের খেলার ব্যাপারে কোনও বাধা নেই।তবে ইসিবির এই সিদ্ধান্তের এক বছর আগেই গতবছরের নভেম্বরে ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামী মহিলা খেলোয়াড়দের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিষিদ্ধ করেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)।

অনশনের তেরো দিন পার, রাজ্য সরকারের হেলদোল নেই বলে অভিযোগ জুনিয়র চিকিৎসকদের

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি. স.) আর জি কর হাসপাতালের মহিলা পিজিটি”র রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় ১৩ দিনে পড়েছে জুনিয়র চিকিৎসকদের অনশন। ৩০৩ ঘন্টা পার হয়ে গিয়েছে। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন একাধিক জন। তাঁদের জায়গায় এসেছেন অন্য জুনিয়র চিকিৎসকরা। পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতীকী অনশন করছেন বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসকরা। এদিকে গত ১৩ দিনে শারীরিক অবনতি ঘটছে জুনিয়র চিকিৎসকদের। যদিও সমাধান সূত্র মিলছে না। রাজ্য সরকারের তরফেও এ নিয়ে কোনওরকম হেলদোল নেই বলে অভিযোগ জুনিয়র চিকিৎসকদের। আন্দোলনের অভিমুখ কী হবে সেই নিয়ে প্রবীণ চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনায় বসছেন জুনিয়ররা।

ইউজিসি নেট ২০২৪ সালের জুনের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): শুক্রবার ইউজিসি নেট ২০২৪ সালের জুনের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হল। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি সেই পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেছে।ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি এদিন বিষয় অনুযায়ী ও ক্যাটেগরি অনুযায়ী ফলাফল ঘোষণা করেছে। ইউজিসি নেট ২০২৪ এর সরকারি ওয়েবসাইট থেকে ফলাফল জানা যাবে। ওই লিঙ্কে ক্লিক করলে জানা যাচ্ছে ফলাফল। চলতি বছরে ইউজিসি নেট নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়েছে। যে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে, তা ২১ অগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। দেশের বিভিন্ন শহরে এই পরীক্ষা আয়োজিত হয়েছে নানান কেন্দ্রে। চলতি বছরে জুনের ইউজিসি নেটের নথিবদ্ধ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১১,২১,২২৫। তার মধ্যে, পরীক্ষা দিয়েছেন ৬৮৪,২২৪ জন। ৪৯৭০ জন জুনিয়র রিসার্চ ফেলোর (জেআরএফ) জন্য উত্তীর্ণ হয়েছেন। ৫৩৬৯৪ জন অ্যাসিসটেন্ট প্রফেসরের জন্য উত্তীর্ণ হয়েছেন, ১,১২০৭০ জন পিএইচডির জন্য উত্তীর্ণ হয়েছেন।এই পরীক্ষার চূড়ান্ত উত্তরপত্র ২০২৪ সালের ১২ অক্টোবর প্রকাশিত হয়। ‘প্রভিন্সিয়াল অ্যানসার কি’ প্রকাশিত হয়েছে সেপ্টেম্বরে। কোনও উত্তর নিয়ে আপত্তি থাকলে, তা জানানোর শেষ তারিখ ছিল ১৪ সেপ্টেম্বর। তারপরই চূড়ান্ত উত্তরপত্র প্রকাশ্যে আসে।

ভাই রক্তাক্ত

● প্রথম পাতার পর

লুটিয়ে পড়েন সুশান্ত। তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। কিন্তু, তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে কর্তব্যরত চিকিতক তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন। এদিকে, খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে। ঘাতক হেমন্ত দাস-কে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ওই ঘটনা সম্পর্কে সুশান্ত দাসের স্ত্রী সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, তাঁর ভাশুর হেমন্ত দাস প্রায়ই ছোটখাটো বিষয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং বাড়িতে সকলকে মারধর করেন। পুলিশ ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে। তবে, ঘটনার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে এখনও কিছুই জানায়নি।

হাওড়ায় সোমবার শুভেন্দুর জনসভা, শর্তসাপেক্ষে অনুমতি হাই কোর্টের

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় শুভেন্দু অধিকারীর জনসভায় অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি বিভাস পট্টনায়ক জনসভায় সবুজ সংকেত দেন। তবে কিছু শর্ত বেঁধে দিয়েছেন বিচারপতি। আগামী সোমবার দুপুর ২টোয় হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় নেতাজি ক্লাব লাগোয়া মাঠে প্রথমে জনসভা করার আর্জি জানান শুভেন্দু অধিকারী। ক্লাব কর্তৃপক্ষের তরফে প্রথমে অনুমতি দেওয়া হয়। পরে তা প্রত্যাহার করে। এর পর তরুণ সংঘ ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছে জনসভার অনুমতি চান বিরোধী দলনেতা। জানানো হয় পুলিশকেও। তবে পুলিশের তরফে জনসভার অনুমতি পাননি শুভেন্দু। পুলিশের তরফে জানানো হয়, ক্লাবের মাঠ নয়ানজুলি। ওটি পূর্ত দফতরের অধীন।এর পর কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের এজলাসে মামলাটি ওঠে। বিরোধী দলনেতার আইনজীবী জানান, “নেতাজি ক্লাব প্রথমে জনসভা করার অনুমতি দেয়। পরে চাপের মুখে তা প্রত্যাহার করে। তরুণ সংঘের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়। পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ক্লাবের মাঠ নয়ানজুলি এবং পূর্ত দফতরের অধীন। অথচ এর আগে রাজাপুর থানার অধীনে ওই মাঠে সভার অনুমতি দিয়েছে হাই কোর্ট।”

রাজ্যের আইনজীবী স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় পালটা বলেন, “প্রত্যেকের জনসভা করার অধিকার আছে। কিন্তু ওই ক্লাবের কোন অধিকার নেই অনুমতি দেওয়ার। ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ক্লাবের পাশেই। তাই জনসভায় অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। আবার যানচলাচলেও অসুবিধা হতে পারে।”

দু’পক্ষের সওয়াল জবাব শোনার পর শর্তসাপেক্ষে জনসভার অনুমতি দেন বিচারপতি বিভাস পট্টনায়ক। তিনি বলেন, সোমবার দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টার মধ্যে জনসভা করতে হবে। ২ হাজারের বেশি জনসভায় লোক যেন না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কোনওভাবেই যাতে যানচলাচলে সমস্যা না হয়, তা জনসভার আয়োজনকারীদের মাথায় রাখতে হবে।

পুলিশ রিমান্ড

● প্রথম পাতার পর

আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাদল ত্রিপুরাকে মনুবাজার গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এই ঘটনার পর এলাকাতে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল।

ওইদিন রাতেই মনুবাজারে ছুটে গিয়েছিলেন দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার অশোক কুমার সিনহা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিত্যানন্দ সরকার। তাঁরা থানার সিসি ফুটেজ খতিয়ে দেখেন যে বাদল ত্রিপুরাকে মনুবাজার থানার এসআই প্রেমজিৎ রায়, তিন এসপিও কর্মী শ্যামল দাস, থৈলাসা মগ, রেঙ্গ মগ মিলে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। তাঁদের বেধরক প্রহারে বাদল ত্রিপুরা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেও তাকে হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে থানাতেই ফেলে রাখেন। জেলা পুলিশ সুপার পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে এসআই ও তিন এসপিওকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গতকাল রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জি বি হাসপাতালে বাদল ত্রিপুরার মৃত্যু হয়েছে। গতকাল তাঁর মৃতদেহ নিয়ে সাব্রুম মহকুমার মনু থানা ঘেরাও এবং সাব্রুম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে গ্রামবাসী বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিলেন জেলা পুলিশ আধিকারিক অশোক কুমার সিনহা, এলাকার বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ এবং এমডিসি দেবজিত ত্রিপুরা। তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এবং সঠিক তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে গ্রামবাসীরা অবরোধ প্রত্যাহার করেন। এদিকে, ওই ঘটনায় সাব ইন্সপেক্টর প্রেমজিৎ রায়, পুলিশ কনস্টেবল রাজ কুমার ত্রিপুরা, এসপিও থৈলাচা মগ, রেঙ্গু মগ এবং শ্যামল দাস এই পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছিল মনু বাজার থানার পুলিশ। খুনের মামলা হাতে নিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। আজ অভিযুক্ত পাঁচজনকে মনু বাজার থানার পুলিশ সাব্রুম মহকুমা আদালতে হাজির করেন। আদালত তাঁদেরকে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডে নির্দেশ দেন।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। প্রথমে পাশের ঘরের লোকজন তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে চিৎকার করে, পরে পরিবারের সদস্যরা এসে একই দৃশ্য দেখতে পান।

আয়েশা বেগমের পরিবারের দাবি, এটি আত্মহত্যা নয় বরং একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। তাদের অভিযোগ অনুযায়ী, প্রথমে আয়েশাকে বালিশ বা কম্বল দিয়ে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলা হয় এবং পরে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা বলে সাজানো হয়।এদিকে,আয়েশার মৃত্যুর খবর পেয়ে তার বাপের বাড়ির লোকজন তড়িঘড়ি সেখানে গিয়ে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। এ সময় স্বামী সানাউল হক সহ শ্বশুর-শাশুড়ি এবং পাঁচ ভাই কেউই বাড়িতে ছিলেন না, যা সন্দেহ আরও বাড়িয়েছে।

কলমচৌড়া থানায় খবর দেওয়া হলে প্রথমে এসআই বিশ্বজিৎ দেববর্মা প্রাথমিক তদন্ত করেন। পরে ফরেনসিক টিম,সোনামুড়া সিজিএম,মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শশীমোহন দেববর্মা এবং কলমচৌড়া থানার ওসি নাড়ু গোপাল দেব ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেন। আয়েশার মৃতদেহ উদ্ধার করে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

আয়েশার পরিবারের পক্ষ থেকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে। তাদের দাবি, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির নির্যাতনেই আয়েশার মৃত্যু হয়েছে। তবে ঘটনার সঠিক কারণ ময়না তদন্তের রিপোর্টের পরই প্রকাশ্যে আসবে। ঘটনার পর সানাউল হক ও তার পরিবারের সদস্যরা পলাতক, যা সন্দেহকে আরও ঘনীভূত করছে। এই ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এবং ন্যায়বিচারের দাবি উঠেছে।

নিখোঁজ ঘিরে প্রশ্নচিহ্ন

● প্রথম পাতার পর

জানান, ওই যুবতী চিঠি লিখে রেখে পালিয়ে গেছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, ওই যুবতী ১৮ বছর হওয়ার পূর্বে মা-বাবার নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে পালিয়ে বিয়ে করেছিলেন। নাবালিকা অবস্থায় বিয়ের কারণে তাঁকে হোমে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলালোক শেল্টার হোমের সুপার ওই যুবতীর মা-বাবার অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছেন, স্বেচ্ছায় স্বামীর বাড়িতে চলে যাচ্ছে, চিঠিতে এমনটাই লিখে রেখে গেছেন। তাঁর এখন ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে, তাই তাঁকে হোমে আশ্রয় দেওয়ার বিষয়ে ভাবা হচ্ছে না। হোমের সুপার দাবি করেন, যুবতী আমবাসায় স্বামীর বাড়িতে চলে গেছেন এবং বিষয়টি তাঁর বাবা-মাও জানেন।

এদিকে, ওই যুবতীর মা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার পর প্রথমে তাকে অমাবাসায় হোমে এবং পরবর্তীতে আগরতলা নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু, পুণরায় তাঁদের মেয়ে শ্বশুর বাড়ি কবে ফিরে গেছেন সে-বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি। শুধু, গতকাল হোমের সুপার মেয়ের পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ইতিপূর্বে বহুবার মেয়ে-কে বাড়ি নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু, নাবালিকা হওয়ার কারণ দেখিয়ে হোম কর্তৃপক্ষ তাঁকে বাড়ি যেতে দেননি। তাঁর দাবি, মেয়ে-কে বাড়ি নেওয়ার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক এবং পুলিশের সাথে যোগাযোগ করা হলে শেল্টার হোম কর্তৃপক্ষ বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি দাবি করেন, হোম কর্তৃপক্ষ তাঁদের মেয়ে-কে বিক্রি করে দিয়েছেন। ওই যুবতীর মায়ের অভিযোগ হোম কর্তৃপক্ষ পত্রপাঠ খারিজ করেছেন। তবে, ওই যুবতী বর্তমানে কোথায় রয়েছেন সেই সন্ধান তাঁরা দিতে পারেননি। ফলে, বিষয়টি খুবই রহস্যজনক বলেই মনে করা হচ্ছে।

অন্ডালের সিংহারণ নদীতে তলিয়ে নিখোঁজ সঙ্গীতশিল্পী

দুর্গাপুর, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : সেতু পার হওয়ার সময় জলের তোড়ে তলিয়ে গেলেন সঙ্গীতশিল্পী। উদ্ধার হল স্কুটি। বৃহস্পতিবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের সিংহারণ নদীতে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিখোঁজ সঙ্গীতশিল্পীর নাম দেবাশিস দত্ত (৫৭), অন্ডালের রামপ্রসাদপুর পঞ্চায়েতের শ্রীপল্লীর বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের একটি সংগীতানুষ্ঠান সেরে রাতে নিজের স্কুটিতে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় পড়ে সিংহারণ নদীর সেতু। গত দুই দিনের প্রবল বর্ষণের ফলে শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা প্লাবিত হয়েছে। ফুলে উঠেছে সিংহারণ নদীও। ব্রিজের ওপর রাস্তায় প্রবল বেগে জলস্রোত ছিল। এদিন ওই সেতু পার হওয়ার সময় জলের তোড়ে তিনি ভেসে যান বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান। ঘটনাস্থল থেকে তাঁর স্কুটি উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার বিকাল পর্যন্ত দেবাশিস বাবুর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অন্ডাল থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয়রা প্রাথমিক পর্যায়ে নদীর জলে উদ্ধারকার্য শুরু করে। খবর দেওয়া হয় বিপর্যয় মোকাবিলা দলকে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অসুস্থ ডাক্তারদের সঠিক চিকিৎসা অধ্যক্ষদের চিঠি স্বাস্থ্য দফতরের

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষদের চিঠি দিল স্বাস্থ্য দফতর। অসুস্থ জুনিয়র ডাক্তারদের সঠিক চিকিৎসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে। ”আমরণ অনশনের পর কয়েকজন জুনিয়র ডাক্তার চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছেন”। স্বাস্থ্য দফতর চায়, ”অসুস্থ জুনিয়র ডাক্তারদের চিকিৎসা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হোক।

এ ছাড়াও, দিনে ২ বার স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিতে হবে স্বাস্থ্য দফতরে। অসুস্থ জুনিয়র ডাক্তাররা যাতে সঠিক চিকিৎসা পান, তা নিশ্চিত করবেন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ”। রাজ্যের সবক’টি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষদের এই মর্মে চিঠি দিল স্বাস্থ্য দফতর।সব মিলিয়ে বর্তমানে এখন পাঁচ জন অনশনকারীর চিকিৎসা চলছে রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে। অসুস্থ অনশনকারীদের শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন অনেকেই। তাঁদের চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল বোর্ডও গঠন করা হয়েছে। সেই বোর্ডে রয়েছেন বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞেরা। প্রতি দিন তাঁদের স্বাস্থ্যের পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। এ বার স্বাস্থ্য ভবনের তরফে অসুস্থ অনশনকারীদের স্বাস্থ্যপরীক্ষার রিপোর্ট চাওয়া হল।

নার্কো টেস্ট ও পলিগ্রাফ টেস্টে ‘না’ সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলের

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): সিবিআইয়ের আবেদনে নার্কো টেস্টে সন্দীপ ঘোষ এবং পলিগ্রাফ টেস্টে ধৃত টালার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল শুক্রবার শিয়ালদহ আদালতে সম্মতি দিলেন না। গুজরাতের গান্ধীনগরে সন্দীপ ঘোষের নার্কো টেস্ট করতে চেয়েছিল সিবিআই। আদালতে সিবিআই দাবি করেছিল, অপরাধে গভীর ষড়যন্ত্র থাকলে, এই টেস্ট সবটা উন্মোচনে সাহায্য করতে পারে বলে জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

সন্দীপের সঙ্গে তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকেও। তারও অনেক অসঙ্গতি আছে। সেই জন্যই এই দুই টেস্টের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করেছিল সিবিআই। কিন্তু দুই অভিযুক্তর কেউই সম্মতি দিলেন না।

প্রসঙ্গত, আর জি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতিকাণ্ডের তদন্তে নেমে সন্দীপকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। পরবর্তীতে গত ১৫ সেপ্টেম্বর তাঁকে চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে গ্রেফতার দেখায় সিবিআই। এর পর গ্রেফতার করা হয় অভিজিৎ মণ্ডলকেও।

স্টেশনে লোকাল ট্রেন দাঁড়ানোর সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হল, বাড়বে যাত্রীভোগান্তি

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): শুক্রবার থেকে বিভিন্ন স্টেশনে লোকাল ট্রেন দাঁড়ানোর সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হল ৩০ সেকেন্ড। নিত্যযাত্রীদের জন্য এটা দুঃসংবাদ। এত অল্প সময় স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ালে ভিড়ে যাত্রীদের ভোগান্তি বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে।

নিয়মিত দূর-দূরান্তের মানুষ ট্রেনে কয়েকঘণ্টা সফর করে পৌঁছন কলকাতায়। একটা ট্রেন মিস মানেই ভোগান্তি। রেলের নয়া নিয়মে এই ভোগান্তি যে বাড়বে তা বলাই বাহুল্য। বিষয়টা ঠিক কী? জানা গিয়েছে, এতদিন শিয়ালদহ ডিভিশনে ট্রেন প্রতি স্টেশনে ৪০ থেকে ৫০ সেকেন্ড দাঁড়াত। অর্থাৎ যাত্রীরা ওঠা-নামার জন্য ওই সময়টা পেতেন। কিন্তু আজ অর্থাৎ শুক্রবার থেকে স্টপেজের সময় বেঁধে দেওয়া হচ্ছে ৩০ সেকেন্ড। অর্থাৎ এবার মাত্র ৩০ সেকেন্ডেই ওঠা-নামা করতে হবে যাত্রীদের। কারণ হিসেবে জানানো হয়েছে, বেশি সময় দাঁড়ানোয় গন্তব্যে পৌঁছতে দেরি করছে লোকালগুলি।অফিস টাইমে অধিকাংশ ট্রেনেই প্রবল ভিড় হয়। ৪০ থেকে ৫০ সেকন্ডেও অনেকসময় যাত্রীরা উঠতে পারেন না। ট্রেন মিস হয়। সেখানে সময় আরও কমে গেলে সমস্যা বাড়বে বলেই মনে করছেন নিত্যযাত্রীরা। যদিও রেলের একাংশের দাবি, লোকাল ট্রেনের স্টপেজের সময়সীমা বরাবরই ৩০ সেকেন্ড। অনেকের ধারণা, খাতায় কলমে ৩০ সেকেন্ড থাকলেও ট্রেনগুলো আরেকটু বেশি সময় দাঁড়াত, তবে এবার কড়া ভাবে মেনে চলা হবে সময়সীমা। তাই সময় কমার বিষয়টা আদৌ কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই।

অন্ডালের সিঁদুলিতে হনুমানের আক্রমণে আক্রান্ত ১১ জন ট্রাঙ্কুলাইজ করে উদ্ধার হনুমান

দুর্গাপুর, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : উন্মত্ত হনুমানের আক্রমণে আক্রান্ত ১১ জন। ঘটনাকে ঘিরে আতঙ্ক অন্ডালের খান্দরা পঞ্চায়েতের সিদুলি ও মুকুন্দপুর গ্রামে। জানা গেছে, গত ৪ দিন ধরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে একটি হনুমান। যখন তখন পথচলতি মানুষকে আক্রমণ করছে বলে অভিযোগ। কখনও কামড় দিচ্ছে আবার কখনও আঁচড় দিচ্ছে সাধারন মানুষকে। হনুমানের দাপটে আতঙ্কে সিটিয়ে গ্রামবাসীরা। বেগতিক বুঝে খবর যায় স্থানীয় বন বিভাগে। বৃহস্পতিবার বনবিভাগের কর্মীরা খাঁচা নিয়ে হনুমান ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু, হনুমানের আক্রমনের শিকার হয় বনবিভাগের এক কর্মী। হনুমানটিকে ধরতে কার্যত নাজেহাল হতে বনকর্মীদের। শুক্রবার সকাল থেকে হনুমানটি সিদুলি ছেড়ে মুকুন্দপুর কোলিয়ারি এলাকায় ঢোকে। সেখানেও একইরকমভাবে তান্ডব শুরু করে। বাসিন্দারা জানান,’সকাল থেকে বাড়ির ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সকলেই দেখছে। বেমালুম আক্রমণ করছে। চরম আতঙ্কে রয়েছি।’ শুক্রবার আবারও বনকর্মীদের ট্রাঙ্কুলাইজার দল গ্রামে যায়। এদিন সন্ধ্যা নাগাদ হনুমানটিকে ট্রাঙ্কুলাইজ করা হয়। তারপর সেটিকে উদ্ধার করে উখড়া রেঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্গাপুর ডিএফও ডঃ অনুপম খান জানান,” হনুমানটিকে ট্রাঙ্কুলাইজ করে উদ্ধার করা হয়েছে। বনবিভাগে চিকিৎসা করে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।’

আত্মহত্যা

● প্রথম পাতার পর

নিজেই পান করে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা করেন।

পরবর্তী সময়ে পরিবারের অন্যান্যরা দেখে সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে আসেন হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসকদের সর্বত চেষ্টা ব্যর্থ করে আজ কাক ভোরে মৃত্যুর মুখে পতিত হন নিখিল দাস। জানা গেছে পারিবারিক কলহের কারণে এই আত্মহত্যা। এই ব্যাপারে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

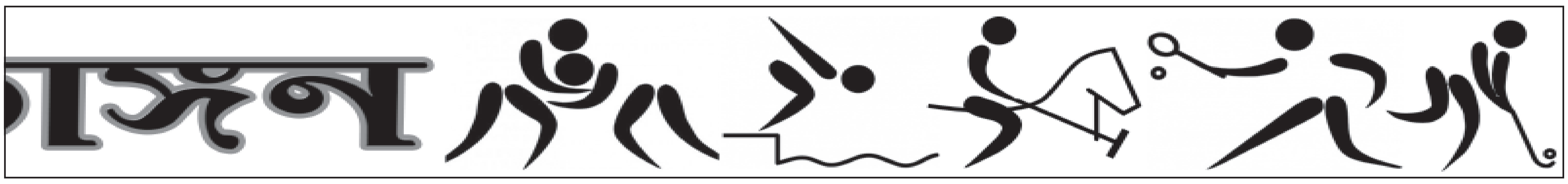

ক্রীড়া দপ্তরে চাকরির ক্ষেত্রে হ্যান্ডবলের অন্তর্ভুক্তির আবেদন

আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। রাজ্য সরকারের অধীনে ক্রীড়া দপ্তরে চাকরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইভেন্টের পাশাপাশি হ্যান্ডবলের অন্তর্ভুক্তি করতে আর্জি জানিয়েছে হ্যান্ডবল প্লেয়ার্স এসোসিয়েশন। শুক্রবার দুপুরে ক্রীড়া দফতরের অধিকর্তা সকাশে এক ডেপুটেশনে মিলিত হয়ে সংস্থার পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়: যুববিষয়ক এবং ক্রীড়া দপ্তর থেকে যে চাকরীর ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য যে নোটিফিকেশন বের হয়েছে, সেখানে হ্যান্ডবল একটি প্রচলিত খেলা হওয়া সত্বেও হ্যান্ডবলের নাম লিপিবদ্ধ হয়নি। আমরা অত্যন্ত ব্যথিত। মুখ্যমন্ত্রী স্পোর্টস ভেভলাপমেন্টের স্কিমে কিছুদিন আগে যে আরেকটি অর্ডার বের হয়েছে, তাতেও আমরা ত্রিপুরা হ্যান্ডবল খেলোয়াড়রা বঞ্চিত। এমন অনেক খেলা আছে অলিম্পিক এসোসিয়েসনের অন্তর্ভুক্ত নয়, এন আই এস কোর্স করা নেই, সেগুলিকে সুযোগ দিচ্ছেন, তাতে আমরা কোন ওদের বিপক্ষে বলছি না।। আমাদের হ্যান্ডবল খেলোয়াড়বৃন্দ বি পিএড, এন আই এস শর্ট কোর্স এমপিএড করেছে। এখানেও আমরা বঞ্চিত। আমরা খেলোয়াড়বৃন্দ যে দপ্তরকে সঠিক বলে বিশ্বাস করে এসেছিলাম। সেই দপ্তরের কাছে আমাদের আবেদন জানাতে এসেছি, হ্যান্ডবল একটা খেলা। প্রতি বছর সাবজুনিয়র , জুনিয়র, সিনিয়র, প্রত্যেক দল পাঠানো হয়। কারন

আগামী সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের হ্যান্ডবল কর্মকর্তাগন সর্বদা স্বাগত জানায়। হ্যান্ডবল ময়দানে খেলোয়াড়বৃন্দ আসবে কেন? যদি ভবিষ্যতের চাকরী ক্ষেত্রে দপ্তরের হ্যান্ডবলের প্রতি সুত্তনজর না থাকে।প্রতিনিয়ত হ্যান্ডবলকে সু নজরে দেখা হচ্ছে না। স্কুল ন্যাশনাল হ্যান্ডবল খেলায় টিম পাঠানোর সময় আমরা বার বার দপ্তরের কড়া নাড়তে হয়। সর্বদা বঞ্চিত। আমাদের হ্যান্ডবল খেলোয়াড়বৃন্দ সুনামের সঙ্গে কাজ করছে, জেলা গুলিতে বিনা পারিশ্রমিকে সিনিয়র খেলোয়াড়বৃন্দ কাজ করে যাচ্ছে। খোয়াই, ধলাই, অমরপুর, বিলোনিয়া, উদয়পুর সকল জেলাতে হ্যান্ডবল খেলোয়াড়দের উপস্থিতি চোখে পড়ার মত। হ্যান্ডবলের জনপ্রিয়তা দপ্তর অবগত আছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই এত অক্লান্ত পরিশ্রম করা সত্বেও আমাদের দপ্তরের দরজায় কড়া নাড়তে আসতে হলো। রাজ্য ও জাতীয় স্তরের খেলা ধূলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের যথারীতি নিয়ম মেনে চাকরীর সুযোগ দিতে হবে, তবে অবশ্যই অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত স্পোর্টস গুলিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিতে হবে।আমাদের ক্রীড়া দপ্তরের নিয়োগ প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ বয়স সীমা ৪২ করা হউক।কারন দীর্ঘ দিন ধরে ক্রীড়া দপ্তরের কোন নিয়োগ নেই, সেই জন্য অনেক সুযোগ্য খেলোয়াড়বৃন্দ বঞ্চিত হয়েছে।

সেই জন্য জাতীয়স্তরে অংশগ্রহণকারী , পদক অর্জন করেছিল যে সমস্ত খেলোয়াড়বৃন্দের কথা মাথায় রেখে , বয়সের সময়সীমা ৪২ করা হউক। বিভিন্ন দপ্তরের চাকরী প্রদানের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ পদে রাজ্যের যোগ্যতা সম্পন্ন খেলোয়াড়দের জন্য আসন সংরক্ষিত করা হলে , রাজ্যের ক্রীড়া জগতে খেলোয়াড়বৃন্দ মাঠমুখী হবে। শারীরশিক্ষার উন্নতির জন্য এবং ত্রিপুরার খেলার মান উন্নয়নের জন্য কম পক্ষে ৫০০টি শারীরশিক্ষক / শারীরশিক্ষিকা পদ বৃদ্ধি করার আবেদন রইল।রাজ্যের কৃতী হ্যান্ডবল খেলোয়াড়দের স্পোর্টস কাউন্সিলের পরিচালিত বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে কোচ হিসাবে নিয়োগের ব্যাপারে হ্যান্ডবলকে প্রাধান্য দিতে হবে। সকলে ডাক্তার , ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে না, পারিবারিক এবং মেধার কারনে সঠিক মানে পড়াশুনা করতে পারেনা,ওরা দিনের পর দিন খেলাটাকে সঙ্গী

করে নিয়েছে , একটা বয়সের পর খাদ্য অন্বেষনের জন্য দপ্তরের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। খেলোয়াড় বেকার থাকলে , সমাজ কলুষিত হবে তাই অনুরোধ ঐ ধরনের খেলোয়াড়দের দপ্তরের দৃষ্টিতে আনা প্রয়োজন। তাদের উপযুক্ত

ব্যবস্থা করা। ত্রিপুরা হ্যান্ডবল এ্যাসোসিয়েশন সারা বছর বেকার ছেলে ও মেয়েদের নিয়ে কাজ করে এবং ন্যাশনাল টিমে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্লেয়ার তৈরি করে রাজ্যকে তার সুনামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

এ বছর যে হ্যান্ডবল ন্যাশনাল মিট হয়েছে তাতে আমাদের ত্রিপুরার বেস্ট অফ এইট নাম্বারে ত্রিপুরা টিম

বছরে ন্যাশনাল জুনিয়র , সাব জুনিয়র এবং সিনিয়র টিম পাঠানো হচ্ছে ত্রিপুরা থেকে এবং ত্রিপুরার প্লেয়াররা ওই ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করছে সেটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

রবিবার থেকে পিটিএজি-তে ত্রিপুরা কর্ণাটকের নাইডু ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ড তৈরি। আগামী রবিবার থেকে কর্ণেল সি কে নাইডু ট্রফির ম্যাচ শুরু হচ্ছে। চার দিবসীয় খেলায় স্বাগতিক ত্রিপুরা, কর্ণাটকের মুখোমুখি হবে। প্রথম রাউন্ডের খেলায় ত্রিপুরা দল ঔরাঙ্গাবাদে মহারাষ্ট্রের কাছে জেতা ম্যাচ হেরে ফিরে এসেছে। প্রথম ইনিংসে ১৭০ রানে লিড নেওয়া সত্বেও দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং ব্যর্থতায় ২৫ রানে পরাজিত হয়ে পুরো পয়েন্ট হারাতে হয়েছে। কর্ণাটক তামিলনাড়ুর ম্যাচ ছিল হাবলিতে। বৃষ্টি এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে ম্যাচ এতটাই বিঘ্ন ঘটেছে, দু-দলের এক ইনিংস করে খেলা সম্পন্ন হয়নি। পয়েন্টের হিসেবে এলিট গ্রুপ এ-তে ত্রিপুরা রয়েছে পঞ্চম শীর্ষে মোট ৬ পয়েন্ট পেয়ে। কর্ণাটকের অবস্থান ৭ম স্থানে মোট ৫ পয়েন্ট প্রাপ্তির সুবাদে। দু-দলের খেলোয়াড়রা হলো:

কর্ণাটক : ম্যাকনেইল, প্রকার চতুর্বেদী, বিশাল ওনাত, হর্শিল ধর্মানি, অনিশ্বর গৌতম, ধানুষ গৌরা, মানভানাথ কুমার, কার্তিক কৃষ্ণ, পারস গুরুবক্স আর্য, যশোবর্ধন পরানতাপ, শশী কুমার।

ত্রিপুরা: সেন্টু সরকার (অধিনায়ক ও উইকেট কিপার), তন্ময় দাস, ঋতুরাজ ঘোষ রায়, আনন্দ ভৌমিক, অরিন্দম বর্মন (সহ অধিনায়ক), সপ্তজিৎ দাস, নবারুণ চক্রবর্তী, দুর্লভ রায়, সাহিল সুলতান, অমিত আলী, ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ, অভিজিৎ দেববর্মা, দীপ্তনু চক্রবর্তী, দেবরাজ দে, সৌরভ কর।

মহিলা সিনিয়র জাতীয় টি-২০ ক্রিকেটে দ্বিতীয় ম্যাচে রেলওয়েজে হারলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দ্বিতীয় ম্যাচেই হারের মুখ দেখলো ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটাররা। জাতীয় মহিলা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট আসরে ছয় উইকেটের বড় ব্যবধানে ত্রিপুরাকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় জয়ের স্বাদ পেয়েছে রেলওয়েজ। প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা প্রতিপক্ষ হিসেবে সিকিমকে পেয়েছিল বলেই হয়তো দুর্দান্ত জয় হাসিল করতে পেরেছিল ৭২ রানের ব্যবধানে। আজ, শুক্রবার লখনৌতে দ্বিতীয় ম্যাচেই ত্রিপুরা দল হেরে কুপোকাৎ। ভারতরত্ন শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী একানা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা দলের ক্যাপ্টেন অন্নপূর্ণা দাস প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত ২০ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ১১৫ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে তামান্না নিগম দুর্দান্ত ৭৭ রান পায়। তামান্না ৫১ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারিও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭৭ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া রেশমা নায়েকের ২১ রানও কিছুটা উল্লেখ করার মতো। রেলওয়েজের অঞ্জলি সর্বানি, তনুজা কানুয়ার দুটি করে এবং সিমরান বাহাদুর একটি উইকেট সংগ্রহ করে।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে রেলওয়েজ ১৭.৪ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ইন্দ্রানী রায় ৩৮ রানে, প্রতিকা ২৬ রানে, হেমলতা ১৮ রানে এবং নুজাত পারভিন ১৬ রানে আউট হলেও মনা ১৫ রানে অপরাজিত থেকে দলনেত্রী স্নেহা রানার সঙ্গে জোট বেঁধে দলকে জয় এনে দেয়। ত্রিপুরা দলের রেশমা নায়েক দুটি এবং অম্বেষা দাস ও পূজা দাস একটি করে উইকেট পেয়েছে। গ্রুপ লীগের অপর খেলায় হিমাচল প্রদেশও ছয় উইকেটের ব্যবধানে হরিয়ানাকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় জয় পেয়েছে।

শিলংয়ের পোলো গ্রাউন্ডে ত্রিপুরা মেঘালয়ের রঞ্জি ম্যাচে বৃষ্টির থাবা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দ্বিতীয় ম্যাচও কি নিষ্ফলার লক্ষ্যে? প্রথম দিনেই কিন্তু এ ধরনের জিজ্ঞাসা চিহ্নের সম্মুখীন রঞ্জি ট্রফির ত্রিপুরা দল। মেঘালয়ের শিলংয়ে পোলো গ্রাউন্ডে ত্রিপুরা বনাম মেঘালয়ের চার দিনের রঞ্জি ম্যাচ আজ, শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে। তবে প্রথম দিনের ৯০ শতাংশ খেলা-ই আজ ভেস্তে গিয়েছে বৃষ্টির কারণে। সারাদিনে ৭.২ ওভার খেলা হয়েছে। টস জিতে স্বাগতিক মেঘালয় প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে অতিথি দল ত্রিপুরাকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায়। প্রথমত বৃষ্টিতে ম্যাচ দেরিতে শুরু হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে বৃষ্টির কারণেই ৭ ওভার ২ বলের পর আর খেলা চালানো সম্ভব হয়নি। ইতোমধ্যে ত্রিপুরা দল দুই উইকেট হারিয়ে ২৯ রান সংগ্রহ করেছে। ওপেনার বিক্রম কুমার দাস নয় বলের মুখোমুখি হলেও রান সংগ্রহে সক্ষম হয়নি। তেজস্বী জয়সোয়াল ছয় বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৩ রান সংগ্রহ করে প্যাভেলিয়নে ফিরলেও জীয়নজোৎ সিং ৬ রানে এবং শ্রীদাম পাল ১০ রানে অপরাজিত ভূমিকায় উইকেটে রয়েছেন। মেঘালয় দলের আকাশ কুমার ও চ্যাংকাম সাঙমা একটি করে উইকেট পেয়েছে। এদিকে, গ্রুপ লীগের অপর খেলায় দিল্লির পালামে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে বরোদা প্রথম দিন সারাক্ষণ খেলে তোরা ৮৪.৫ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ২২৫ রান সংগ্রহ করে। কটকে জম্মু-কাশ্মীর প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২৭০ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে উড়িষ্যা দিনের খেলা শেষে নয় ওভারে এক উইকেট হারিয়ে ১৫ রান পায়। মুম্বাইয়ে অপর খেলায় স্বাগতিক মুম্বাই দিনের শেষে ৭৫ রানে লিড নিয়েছে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মহারাষ্ট্র ৩১.৪ ওভারে ১২৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিলে , জবাবে মুম্বাই দিনের খেলা শেষে ৪৪ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ২০১ রান সংগ্রহ করে।

পশ্চিম জেলাভিত্তিক পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামী ২০ অক্টোবর, রবিবার। ওই দিন সকাল ৯ টায় স্থানীয় এনএসআরসিসি-তে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশন এর উদ্যোগে এই পশ্চিম জেলা ভিত্তিক পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

আজ হায়দ্রাবাদের রাজভবনে রাজ্যপাল যীষ্ণু দেববর্মণের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন ত্রিপুরার রাজ্যপাল ডা. ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু।

বাজি পুড়ানোকে কেন্দ্র করে মারপিটের ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর: লক্ষ্মীপুজোয় বাজি পুড়ানোকে কেন্দ্র করে মারপিটের ঘটনায় পুলিশ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। আজ তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান এনসিসি থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ সুশান্ত দেব। এদিন এনসিসি থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ সুশান্ত দেব বলেন, লক্ষ্মীপুজার দিন সুরঞ্জন সরকারের বাড়িতে কয়েকজন যুবক নিষেধ করার সত্বেও বাড়িতে আতশবাজি ফোটাচ্ছে। তাদের বাঁধা দেওয়াতে পরবর্তী সময়ে তাঁর বাড়িতে হামলা চালায় এবং সুরঞ্জন সরকারকে মারধর করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি এনসিসি থানায় মামলা দায়ের করেন। পুলিশ মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে। তদন্তে ইন্দ্রনগরের নিবাসী রাকেশ পাল এবং রাজেশ পালকে গ্রেফতার করে। আজ তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান তিনি।

চুরি যাওয়া বাইক সহ তিনজন কুখ্যাত চোর পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর: চুরি যাওয়া বাইক সহ তিনজন কুখ্যাত চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে এনসিসি থানার পুলিশ। আজ তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ সুশান্ত দেব।

থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ সুশান্ত দেব জানিয়েছেন, ১৩ অক্টোবর উজান অভয়নগরের নিবাসী রতন কুমার সাহার টিআর০১কিউ৪৮৯৮ নম্বরের বাইক চুরি হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এনসিসি থানায় তিনি মামলা দায়ের করেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল। তদন্তে নেমে যোগেন্দ্রনগর এলাকা থেকে রাকেশ পাল নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। তার স্বীকারোক্তির মূলে চুরিকান্ডে জড়িত আরও দুজন চোরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা হলেন, নেপাল দোবনাথ এবং মনোজ কুমার দাস। সাথে চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করা হয়েছে। এদিন তিনি আরও বলেন, আজ তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরে চাকরির ইন্টারভিউতে নাম নেই হ্যান্ডবলের, প্রতিবাদে ডেপুটেশন খেলোয়াড়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর:রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরে চাকরির ইন্টারভিউতে নাম নেই হ্যান্ডবলের। তাই শুক্রবার সেই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার জন্য হ্যান্ডবল প্লেয়ারদের পক্ষ থেকে ক্রীড়া অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

শুধু তাই নয় কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট এর পক্ষ থেকে চাকুরীর জন্য যে নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছিল সেই নোটিফিকেশনে হ্যান্ডবলের নাম রাখা হয়নি। আর এই বিষয় নিয়ে একরকম ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন রাজ্যের হ্যান্ডবল খেলোয়াড়রা। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় হ্যান্ডবল প্লেয়ার রয়েছে। এবং প্রতিটি মাঠে কোচিং দিচ্ছেন সিনিয়র প্লেয়াররা। এমনকি জাতীয় স্তরে সাব জুনিয়র, জুনিয়র এবং সিনিয়র খেলোয়াররা ভালো পারফরম্যান্স করছেন। শুধু তাই নয় রাজ্য থেকে রেফারিও যাচ্ছেন জাতীয় স্তরে। তা সত্ত্বেও ক্রীড়া দপ্তর এবং মুখ্যমন্ত্রীর স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট থেকে বের হওয়া চাকুরির বিজ্ঞপ্তিতে হ্যান্ডবলের নাম রাখা হয়নি। তাই এই বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার জন্য শুক্রবার রাজ্যের হ্যান্ডবল প্লেয়ারদের পক্ষ থেকে ক্রীড়া অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

২ অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী নাগরিক সহ নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর:মাদক দ্রব্য সহ দুই বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে বিএসএফ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে, উত্তর জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত বিওপি রঙ্গনা এলাকায় একজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করা হয়।ওই বাংলাদেশী নাগরিক সীমান্ত বেড়া দিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশের চেষ্টা করছিল। আটককৃত ব্যক্তি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার বাসিন্দা। অন্য একটি অভিযানে, ত্রিপুরার সিপাহীজলা জেলায় বিওপি কইয়াডেপ্পা-এর বিএসএফ সৈন্যরা ০১ জন বাংলাদেশী নাগরিককে (মহিলা) আটক করে। ঐ বাংলাদেশি নাগরিকও সীমান্ত বেড়া দিয়ে অবৈধভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশের চেষ্টা করছিল। আটককৃত বাংলাদেশের নাগরিক বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। পৃথক অভিযানে সীমান্তে মোতায়েন বিএসএফ সৈন্যরা আন্তঃসীমান্ত চোরাচালানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে বাংলাদেশি টাকা ১,৬২,৯০০/- এবং ভারতীয় ১১, ১০ ৩০০ টাকা মূল্যের অন্যান্য মাদকদ্রব্য উদ্ধার করে।

মার্কশিট এবং ইউজিসির অনুমোদন পত্রের দাবিতে আরিয়াভাট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে বিক্ষোভ ছাত্র-ছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর:আবারো আরিয়াভাট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে বিক্ষোভ দেখালো ছাত্র-ছাত্রীরা। জানা গেছে এদিন ছাত্র-ছাত্রীরা মার্কশিট এবং ইউজিসির অনুমোদন পত্র দেখতে চাইলে ধর্মনগর মিশনটিলাস্থিত কলেজ চত্বরে উত্তাল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। আবারো ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে ওঠে ধর্মনগর মিশনটিলা স্থিত আরিয়াভাট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। মিশন টিলা কলেজ চত্বরে ছাত্র-ছাত্রীদের ফার্স, সেকেন্ড এবং থার্ড সেমিস্টার পরীক্ষা হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত মার্কশিট দিতে পারেনি কলেজ কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে ইউজিসি এফিলেটেড এখনো পাইনি এই ইউনিভার্সিটি। শুধুমাত্র ত্রিপুরা সরকারের অনুমোদন পেয়েই ছাত্রছাত্রীদের পকেট কেটে তারা ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু করে। শুক্রবার মার্কশিট এবং ইউজিসির অনুমোদন পত্র দেখার জন্য বিক্ষোভ শুরু করে ছাত্র ছাত্রীরা। সেই সময় কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের মারধর করতে উদ্যত হয় বলে অভিযোগ করেন ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা। জানা গেছে কিছুদিন আগে জেলাশাসক্যের কাছেও ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। তারপর থেকেই কলেজ কর্তৃপক্ষের কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর মানসিক নিৰ্যাতন শুরু করে বলে অভিযোগ অভিভাবকদের। আর শুক্রবার ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলন এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের উদ্যত ভূমিকায় উত্তাল হয়ে উঠেছিল ধর্মনগর মিশনটিলা স্থিত আরিয়াভাট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি চত্বর।

বয়ন ও কারু শিল্প প্রসারে ও শিল্পীদের সুরক্ষা দিতে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প প্রসারে ও রক্ষায় সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে: মার্ঘেরিটা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর : কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র ও বস্ত্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা আজ ত্রিপুরার হস্ততাঁত ও কারুশিল্পীদের কারুকাজ ও নকশা দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ত্রিপুরার হস্ততাঁত ও কারু শিল্পের প্রসারে অধিকতর পদক্ষেপ নিতে প্রয়াস নেওয়া হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। মার্ঘেরিটা আজ সকালে আগরতলায় উইভার্স সার্ভিস সেন্টারে ত্রিপুরার শিল্পীদের তৈরি বাঁশ বেত, রেশম তাঁত ইত্যাদি শিল্প প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন যে বয়ন শিল্প ও এর প্রসারে ও কারু শিল্পীদের সুরক্ষা দিতে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে এবং সরকার এই প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে। এদিন তিনি বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চল অষ্টলক্ষ্মীর রাজ্য। আগে খুব কম কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই অঞ্চলর রাজ্যগুলোতে সফর করতেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা প্রতি ১৫ দিনে একজন মন্ত্রী উত্তর পূর্বাঞ্চল সফর করেন। প্রধানমন্ত্রী নিজেও ৬০ বার উত্তর পূর্বাঞ্চল সফর করেছেন বলে তিনি জানান।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মার্ঘেরিটা এদিন রাজ্য সরকারের হস্ততাঁত ও রেশম শিল্প দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও পর্য্যালোচনা বৈঠক করেন। আগরতলায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের কার্য্যালয়, ওইভারস সার্ভিসেস সেন্টার পরিদর্শন করেন ও পূর্বাশায় রাজ্য হততাঁত কারু শিল্প ষ্টল পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, গত তিন দিনের রাজ্য সফর শেষে আজ তিনি দিল্লীর উদ্দেশে রওয়ানা হন।

৩২তম রাজ্যভিত্তিক হজাগিরি উৎসব

জনজাতিদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির বিকাশে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে : যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী

আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। পেঁচারথল ব্লকের মাছমারায় রামগুণা চৌধুরী পাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে আজ দু'দিনব্যাপী ৩২তম রাজ্যভিত্তিক হজাগিরি উৎসবের উদ্বোধন হয়েছে। ব্র সোসিও-কালচারেল অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতায় এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় রাজ্যভিত্তিক হজাগিরি উৎসবের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের কার্যনির্বাহী সদস্য সুহেল দেববর্মা, বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিধায়ক ফিলিপ কুমার রিয়াং, এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং, এমডিসি স্বপ্না রাণী দাস, কুমারঘাট বিএসির চেয়ারম্যান তপনজয় রিয়াং, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি সন্তোষ ধর, ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্ঘ্য সাহা প্রমুখ।

উদ্বোধকের ভাষণে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামী টিংকু রায় বলেন, জনজাতিদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির বিকাশে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। হজাগিরি উৎসব শুধুমাত্র হজাগিরি নৃত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই উৎসব ব্র সম্পদায়ের একটি অনুভূতি। এই উৎসবের মধ্যে ব্র সম্পদায়ের জনজাতিদের আশা, ভালোবাসা ও আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৮ সালে রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জনজাতিদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়ে কাজ করছে সরকার। রাজ্যের জনজাতিদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির বিকাশে বিশেষ অবদান রাখায় সত্যরাম রিয়াং, বেণীমাধব জমাতিয়া, থাঙ্গা দার্লংকে কেন্দ্রীয় সরকার পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত করেছে। তিনি আরও বলেন, শুধুমাত্র সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই নয়, জনজাতিদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যসূচিতে ব্র ভাষায় পঠন পাঠন চালু করার জন্য রাজ্য সরকার একটি কমিটিও গঠন করেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমবায়মী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, রাজ্য সরকার প্রত্যেক সম্পদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। রাজ্য সরকার বিভিন্ন জনজাতি সম্পদায়ের সমাজপতিদের সাম্মানিক ভাতা দিয়ে এই সম্পদায়গুলিকেও সম্মানিত করছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্র সোসিও-কালচারেল অর্গানাইজেশনের সাধারণ সম্পাদক লালবাহাদুর রিয়াং। সভাপতিত্ব করেন ব্র সোসিও-কালচারেল অর্গানাইজেশনের সভাপতি শান্তিরাই রিয়াং।

মুখ্যমন্ত্রী যুব যোগাযোগ যোজনায় ছাত্রছাত্রীদের স্মার্টফোন কেনার জন্য কোটি ২৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর:রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী যুব যোগাযোগ যোজনার বিশেষ প্রকল্পে রাজ্যের ৩৮টি সরকারি কলেজের ১০ হাজার ৫৫৬ জন ছাত্রছাত্রীকে স্মার্টফোন কেনার জন্য ৫ কোটি ২৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে।তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের প্রধান কার্য্যালয়ের স্মার্ট ট্রেনিং সেন্টারে আজ এক অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় এই অর্থ রিলিজ করেন। তথ্য প্রযুক্তি দপ্তর রাজ্যে এই প্রকল্প রূপায়ণ করছে। প্রকল্প অনুযায়ী বিভিন্ন সরকারি কলেজের চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে স্মার্টফোন কেনার জন্য ৫ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়।

আজ এই অনুষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের অধিকর্তা জে আর জেশান বি, দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ এবং বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের পক্ষ থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

মুহুরীপুর রাজ রাজেশ্বরী মেলাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৮ অক্টোবর:মুহুরীপুর রাজ রাজেশ্বরী মেলাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনাসভা। অন্যান্য বছরের ন্যায় এইবছরও দীপাবলীকে কেন্দ্র করে মায়ের আরাধনায় ব্রতী হতে চলছে মুহুরীপুরবাসী।

শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত মুহুরীপুর এলাকায় রয়েছে রাজরাজেশ্বরী মন্দির। প্রতিবছর দীপাবলী উপলক্ষে দুইদিনব্যাপী মেলার মাধ্যমে এই মন্দিরে পূজা করে থাকে এলাকাবাসী। এইবছরও দীপাবলীকে কেন্দ্র করে আগামী ৩০শে অক্টোবর ও ১লা নভেম্ভর রাজরাজেশ্বরী মন্দিরে দুইদিনব্যাপী মেলা অনুষ্ঠীত করাহবে। এই মেলায় সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের ষ্টল দেওয়া হবে। এই মেলাকে সাফল্যমন্ডীত করতে শুক্রবার বিকেলবেলায় প্রসাশনিক আধিকারিকদের নিয়ে মন্দিরে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত করা হয়। আজকের আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার মহকুমাশাসক মনোজ কুমার সাহা, মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সৌগত চাকমা, জোলাইবাড়ী ব্লকের সমষ্টিউন্নয়ন আধিকারিক মানস ভট্টাচার্য্য, বাইখোড়া থানার ওসি বিষ্ণু চন্দ্র দাস সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। আলোচনাসভায় পুলিশের পক্ষথেকে ট্রাফিক বিধি সহ মেলার কয়েকদিন কিভাবে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করাযায় তানিয়ে আলোচনাকরাহয়। অপরদিকে সরকারি সহযোগীতার মধ্যদিয়ে কিভাবে মেলার আয়োজনকরাযায় তানিয়ে আলোচনাকরেন মহকুমাশাসক ও জোলাইবাড়ী ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সহ অন্যান্যরা। আজকের অনুষ্ঠানের আলোচ্যবিষয় সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানালেন মেলাকমিটির সদস্য। উনারা আশাবাদী অন্যান্যবছরেরন্যায় এইবছরও সকলের সহযোগীতা নিয়ে সুষ্ঠভাবে মেলা সম্পন্ন হবে।

বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে সম্পূর্ণ সুরক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৮ অক্টোবর:শুক্রবার ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এবং এনএসিও এবং টিএসএসিএস-এর স্পন্সরশীপে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে একটি সম্পূর্ণ সুরক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। ত্রিপুরাতে শুধুমাত্র দুইটি এই ধরনের কেন্দ্র করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে বিলোনিয়া মহকুমায় একটি এবং খোয়াই মহকুমায় একটি।

এই কেন্দ্রের মাধ্যমে এইচআইভি-তে আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে থাকা উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন লোকজন, পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয় পরিজনদের এই রোগ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে সচেতন করা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনে চিকিৎসা করার সব রকম ব্যবস্থা করা হবে।

এই কেন্দ্রটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিখিল চন্দ্র গোপ, চেয়ারম্যান বিলোনিয়া মিউনিসিপাল কাউন্সিল, ডাঃ সমর্পিতা দত্ত - প্রজেক্ট ডিরেক্টর, ডাঃ সুব্রত দাস - মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারীক, দক্ষিণ ত্রিপুরা, শ্রী অনুপম চক্রবর্তী - সভাপতি হেল এন্ড এডুকেশন স্টিয়ারিং কমিটি, শ্রী তমাল দেব, ডাঃ বিতান সেনগুপ্ত, ডাঃ বিমল কলই, ডাঃ উত্তম কুমার দাস।এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন বর্গের লোকজন ত্রিপুরা সরকারের এই ধরনের উদ্যোগকে খুবই প্রশংসনীয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। বলা বাহুল্য যে, এই কেন্দ্রটির উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাতে স্বাস্থ্যপরিসেবা আরো একধাপ এগিয়ে গেল।

ত্রিপুরা ইনফো ডটকম আয়োজিত ১৯তম অল ত্রিপুরা মেগা ক্যুইজ অনুষ্ঠান আগামী ১০ই নভেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর:ত্রিপুরাইনফো ডটকম আয়োজিত ১৯তম অল ত্রিপুরা মেগা ক্যুইজ অনুষ্ঠান এবছর আগামী ১০ই নভেম্বর রবিবার রাজধানীর রবীন্দ্র ভবনের এক নম্বর হলে অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠান হবে অবাধ ও প্রতি টিমে দুই জন করে এবদ্দর তিনশত প্রতিযোগী টিম অংশগ্রহণ করতে পারবে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশান হবে ”আগে আসলে আগে পাবেন” এর ভিত্তিতে।উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এবছরো নাম নথিভুক্ত করতে রেজিস্ট্রেশন ফিস হিসাবে প্রতি টিমকে কুড়ি টাকা করে দিতে হবে। রেজিস্ট্রেশন ফি-র পুরো অর্থ বন্যা দুর্গতদের ত্রাণে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদান করা হবে। আগামী ৯ই নভেম্বর সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত অনলাইনে ত্রিপুরাইনফো-র ওয়েবসাইটে ভিজিট করে অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করা যাবে। অফলাইনে রেজিস্ট্রেশানের জন্যে প্রতিযোগীদের ত্রিপুরাইনফো-র রাজধানীর এয়ারপোর্ট রোডে লিচুবাগান অফিসে কিংবা অফিস টাইমে সংস্কার আগরতলা পোস্ট অফিস চৌমুহনীর অফিসে আসতে হবে। ১০ই নভেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় রাজধানীর রবীন্দ্রভবনের ১নং হলে স্ক্রিনিং টেস্টের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা শুরু হবে।উদ্যোক্তারা আরও জানিয়েছেন, এবন্দর কুইজের মূল আকর্ষণ হিসাবে স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ দর্শকদের জন্য কুইজের একাধিক বিশেষ অডিয়েন্স রাউন্ড” ছাড়াও একাধিক নগদ বাম্পার প্রাইজ ও সেরা অডিয়েন্সের জন্য বিশেষ পুরস্কার থাকবে। দর্শক আসনে বসে দ্বাত্রছাত্রী সহ যে কেউ দিনভর অডিয়েন্স রাউন্ডে অংশ নিতে পারবেন। অডিয়েন্স রাউন্ডে যারা অংশ নিতে চান তাদের কোন রকম রেজিস্ট্রেশানের প্রয়োজন নেই। যারা প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন তাদরকে সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে হলে ঢুকতে হবে। আর যারা অডিয়েন্স রাউন্ডে অংশ নিতে চান তাদের সকাল এগারোটার পর স্ক্রিনিংটেস্ট শেষ হয়ে গেলে হলে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। উদ্যোক্তারা এক বিবৃতিতে আরও জানিয়েছেন, এবছর মূল প্রতিযোগিতা ও অডিয়েন্স রাউন্ডে নগদ অর্থরাশী সহ দুই শতাধিক আকর্ষণীয় বিভিন্ন পুরস্কার থাকছে। প্রথম পুরস্কার হিসেবে নগদ পঞ্চাশ হাজার, দ্বিতীয় পুরস্কার নগদ ত্রিশ হাজার ও তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে নগদ কুড়ি হাজার টাকা প্রদান করা হবে। বিস্তারিত নিয়ম বিধি জানার জন্য ত্রিপুরা ইনফো ডটকম ওযেবসাইটে ভিজিট করতে হবে।

পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা রূপায়ণে সচিবালয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর:রাজ্যে পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা এবং পিএম কুসুম প্রকল্প রূপায়ণ নিয়ে আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রণালয়ের অধিকর্তা সুমন চন্দ্রা। বৈঠকে রাজ্যে পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা এবং পিএম কুসুম প্রকল্পের কাজকর্মের অগ্রগতি, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা এবং বিভিন্ন নতুন উদ্যোগ সমূহ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়। বৈঠকে নতুন এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রণালয়ের অধিকর্তা সুমন চন্দ্রা বলেন, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি আগামী দিনে দেশের ভবিষ্যৎ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

তিনি বলেন, পিএম সূর্য্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা এবং পিএম কুসুম প্রকল্প সম্পর্কে রাজ্যব্যাপী আরও জনসচেতনতা বাড়াতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলি রূপায়ণে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করা আবশ্যক। সেইসাথে প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা রয়েছে তা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে সমাধান করার জন্যও তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের পরামর্শ দেন।

বৈঠকে অধিকর্তা সুমন চন্দ্রা এই প্রকল্পের সুবিধা সম্পর্কে জনগণকে অবগত করতে গুরুত্ব আরোপ করেন যাতে অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত এই প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছায়। এছাড়াও তিনি প্রকল্প রূপায়ণে এমএনআরই পোর্টালে গ্রাহক নিবন্ধিকরণ, ইনস্টলেশন, ইন্সপেকশন, ভর্তুকি প্রভৃতি কাজগুলি দ্রুততার সাথে শেষ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বৈঠকে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার সুজাতা সরকার পিএম সূর্য্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা রূপায়ণে রাজ্যের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অধিকর্তাকে অবহিত করেন। এছাড়াও পিএম কুসুম প্রকল্পের কাজকর্মের অগ্রগতি নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠকে বিদ্যুৎ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব উদয়ন সিনহা, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিশ্বজিৎ বসু রাজ্য ট্রেডার পদস্থ আধিকারিকগণ, বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

মৃত ছাত্রীর ফোন থেকে তার অস্বাভাবিক মৃত্যুর নয়া তথ্যের হদিশ

নদিয়া, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): কৃষ্ণনগরের মৃত ছাত্রীর মুঠোফোন থেকে তার অস্বাভাবিক মৃত্যুর নয়া তথ্যের হদিশ মিলল। শুক্রবার পুলিশ সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, মুঠোফোনে তার ফেসবুক পোস্ট ও হোয়াটসঅ্যাপের অডিওবার্তা খতিয়ে অনুমান করা হচ্ছে, সে গোপনে তার প্রেমিককে বিয়ে করেছিল। এক তরুণীকে কেন্দ্র করে যুগলের মধ্যে দানা বেঁধেছিল অশান্তি। ছাত্রীর দেহ উদ্ধারের দিন নাকি দীর্ঘক্ষণ সেই বান্ধবীর সঙ্গেই ছিল ধৃত যুবক। প্রশ্ন উঠছে, তা নিয়ে অশান্তির জেরেই কী নাবালিকার মৃত্যু হয়েছে?চলতি বছরের ২৫ জুন ফেসবুকের রিলেশনশিপ স্টেটাস বদল করে মৃত নাবালিকা। লিখেছিল, 'ম্যারেড উইথ'। এখানেই শেষ নয়, নিজের ফোনে প্রেমিকার নম্বর সেভ করে 'হাজব্যান্ড' নামে। এতেই তদন্তকারীদের মনে হচ্ছে প্রেমিকের সঙ্গে গোপনে বিয়ে সেরেছিল নাবালিকা। তদন্তকারীদের অনুমান, ঘটনাচক্রে তাঁদের মাঝে চলে আসে তৃতীয় কেউ। তা নিয়ে শুরু হয় অশান্তি। এক পর্য্যায়ে তা বিরাট আকার নেয়। ঘটনার দিন অর্থাৎ ১৬ অক্টোবর দিনভর কৃষ্ণনগরের একাধিক জায়গায় একা ঘুরতে দেখা যায় নাবালিকাকে। রাত ন'টা নাগাদ কলেজ মাঠের আশেপাশের সিসিটিভিতে ধরা পড়ে সে। ওই এলাকাতেই ছিল ধৃত যুবকও। কিন্তু দিনভর এলাকায় ছিলেন না তিনি। এক বান্ধবীর সঙ্গে রানাঘাটে গিয়েছিলেন। অনুমান, সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই অশান্তি চরম আকার নেয়। কৃষ্ণনগর শহরে তরুণীর দগ্ধ দেহ উদ্ধারের ঘটনায় বৃহস্পতিবারই স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম বা সিট গঠন করেছে রাজ্য।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।